পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

আহ্‌মদী

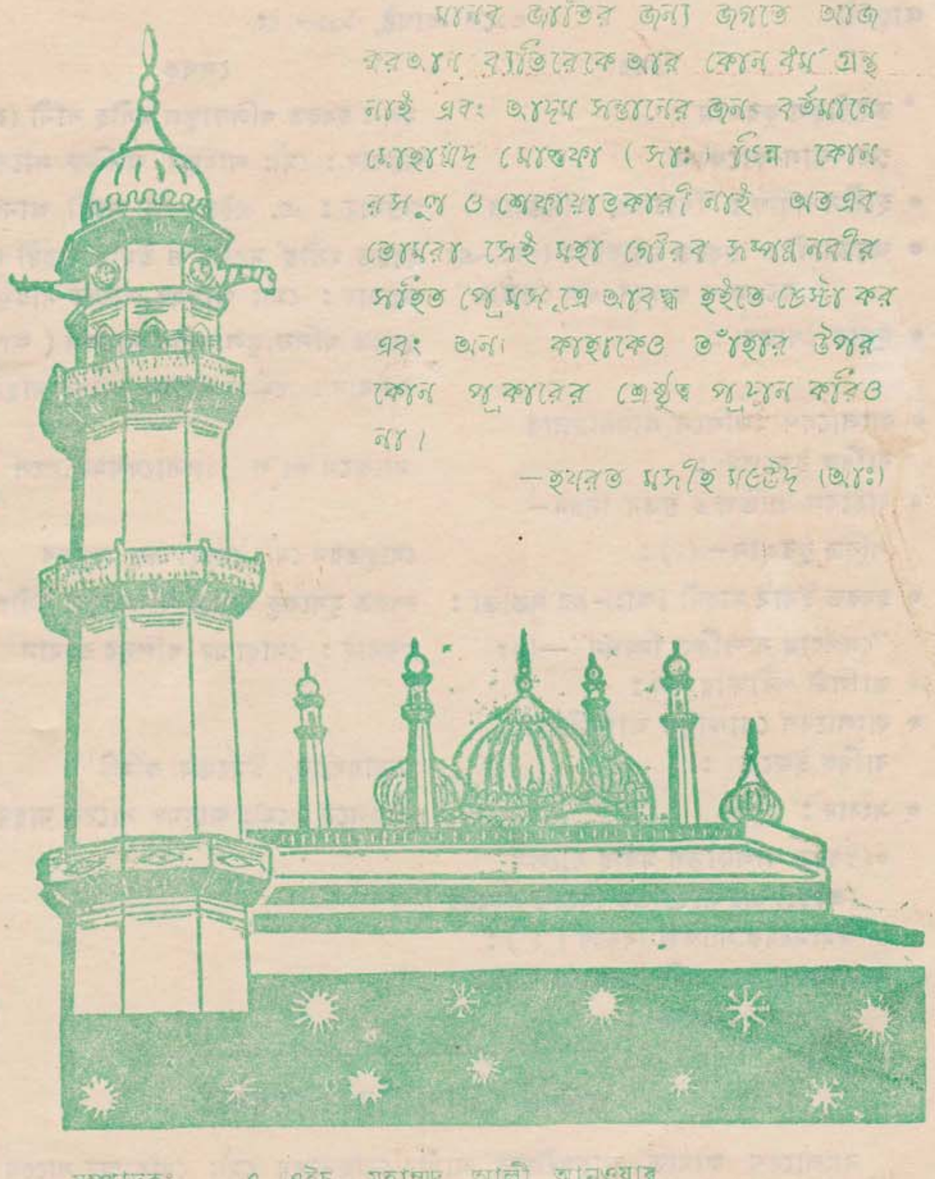

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেম সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৪ ই ভাদ্র, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১ শে আগষ্ট ১৯৮০ ইং : ১৯শে শাওয়াল, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫ ·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী — ৩১শে আগষ্ট, ১৯৮০ ইং — ৩৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সুরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : "খিয়ানত, অমিতব্যয়"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : "হযরত নবীকরীম (সাঃ)-এর ফয়েজ ও কল্যাণ এবং শ্রেষ্ঠতা"	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুমার খোতবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৮
* বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমা :	নাজেমে আ'ল . বাংলাদেশমজলসে আনসারুল্লাহ্	১৪
* বাইবেল-প্রতিশ্রুত নূতন নিয়ম—পবিত্র কুরআন—(২) :	মোহ্‌তরম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব	১৫
* হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা : "লেখরাম সম্পর্কিত নিদর্শন"—(৫৩)	হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২২
* তালিমী পরীক্ষার ফল :		২৫
* বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা :	চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি	২৬
* সংবাদ :	সংকলনে : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৭
* হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের ঈমানবর্ধক সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২) :		
* নরওয়ের রাজধানী ওস্লোতে মিশন ও মসজিদ উদ্বোধন :		

একটি দোওয়ার আবেদন

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব তাঁহার ডান সাইডের হার্নিয়া অপারেশন শীঘ্র করাইতে যাইতেছেন। উল্লেখ্য যে, বাম পার্শ্বের অপারেশন গত বৎসর হইয়াছিল।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট বিশেষ দোওয়ার অনুরোধ জানান হইতেছে যেন তাঁহার অপারেশন নিরাপদ ও সফল হয় এবং আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে পূর্ণ আরোগ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করিয়া সেলসেলার অধিকতর খেদমত পালনের তওফিক দেন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে আগষ্ট, ১৯৮০ ইং : ৩১ শে জহুর, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

তফসীরে কুরআন'—

সুরা আল-কাফেরুন

(*হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরূনের তফসীরের অনুবাদ।*)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খ্রীষ্টীয় ধর্মেরও ঠিক একই অবস্থা, খ্রীষ্টানদের এই বিশ্বাস যে হযরত আদম (আঃ) পাপ করিয়াছেন, এবং তাঁহার এই পাপের দরুন সকল আদম সন্তান পাপী সাব্যস্ত হইল। প্রত্যক জন্মগ্রহণকারী শিশু আদমের সন্তান হওয়ার কারণে সেই পাপে লিপ্ত, কেননা সে আদমের উত্তরাধিকারী।

খ্রীষ্টানদের মতে ঔরস সূত্রে আগত এই পাপ আল্লাহতায়ালার ক্ষমার চাদরের নীচে আসিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার বিনিময় দান করা হইবে। খ্রীষ্টানগণ যখন বলে যে আদম সন্তান পাপী তখন প্রতিটি আদম সন্তানই বুঝায় এমন কি নবী-রসুলগণও নিষ্পাপ নহে বরং তাহারাও পাপী। যখন সকল আদমই পাপী; এবং কোন পাপ বিনিময় ব্যতিরেকে ক্ষমা করা যাইতে পারে না, তাই খোদাতায়ালা স্বীয় পুত্র জগতে পাঠাইলেন যেন তিনি যেহেতু নিষ্পাপ ছিলেন এহেতু সকল মানবের পাপের বোঝা বহণ করিতে পারেন এবং তাহাদের স্থলে শাস্তি ভুগেন।

খ্রীষ্টানদের এই বিশ্বাস ও ক্ষমা ও রহম শূন্য বরং ইহাতে স্পষ্ট অন্যায় ও অবিচার পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, পাপী আদম সন্তানের স্থলে আল্লাহর নিষ্পাপ পুত্রকে শাস্তি প্রদান করা ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ডে আদৌ যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন নহে। মোট কথা, প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসটি স্পষ্ট নির্দেশ করিতেছে যে, খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিতে খোদাতে রহমত ও ক্ষমা মার্জনার গুণ নাই।

কিন্তু ইসলামী শিক্ষা উক্ত সকল শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম যে খোদাকে পেশ করিয়া থাকে, غفور و رحیم و ودود و ستّار ও তাঁহার গুণাবলীর অন্তর্গত। ইসলামের খোদা বলিতেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নেক আমল করিতে করিতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়া ফেলে এবং তাহার দ্বারা কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহা হইলে তিনি তাহার দুর্বলতা মার্জনা পূর্বক নৈরাশ্যের গহ্বর হইতে উঠাইয়া উন্নতির উচ্চ শিখরে উপনীত করেন এবং স্বীয় বান্দাদের সঙ্গে মহব্বত ও স্নেহ মমতার ও উদারতার এমন ব্যবহার করেন যেমন ভাবে একজন দয়াবান ও স্নেহশীল পিতা, পুত্র ভুল ত্রুটি করিলে এবং পিতার সমীপে অনুনয়

বিনয় করিলে তাহার সঙ্গে ক্ষমা ও স্নেহ-মমতার ব্যবহার করিয়া থাকে যদিও পুত্র কতই দুষ্ট হউক না কেন। পিতা কখনও চায় না যে তাহার পুত্র বিনাশ হউক। এইরূপে আল্লাহতায়ালাও স্বীয় বান্দাদের সম্বন্ধে ইহাও চাহেন যে তাহারা উন্নতির উপর উন্নতি করিতে থাকুক যদিও তাহাদের আমলের ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা থাকুক না কেন। বস্তুতঃপক্ষে এইরূপ শিক্ষার উপর আমল করিলেই মানুষের অন্তরে আনন্দ ও স্বস্তি সঞ্চয় হয়। যেমন কোন ব্যক্তি যখন নামায আদায় করে তখন নামাযের মধ্যে মনে করেন পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে নাই; এমতাবস্থায় ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী সে কখনও এই চিন্তা করিবে না যে তাহার নামায বৃথা গিয়াছে। সে এই চিন্তাই করিবে যে আরও কিছু মনোযোগ ও নিষ্ঠার সহিত পড়িলে আল্লাহতায়ালা দুর্বলতা মার্জনা করিবেন এবং নিজ রহমত ও ফজলের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

এই নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়াই ইসলাম তওবার বিষয়টি পেশ করিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তির দ্বারা দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহাকে যে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে তাহা ঠিক নহে। যদি সে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা বুঝিয়া লয়, উহাতে অনুতপ্ত হয় এবং নিজের সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে ঐরূপ দুর্বলতা পরিহার করার প্রতিজ্ঞা করে তাহা হইলে দুর্বলতার কারণে উন্নতি ও পুরস্কারের যে দ্বার বন্ধ হইয়া যাইতেছিল উহা তাহার জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ফলতঃ মানুষ নিরাশ হইয়া অবনতির দিকে যাওয়ার পরিবর্তে নব উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত উন্নতির উচ্চ শিখরের দিকে প্রধাবিত হয়। তওবার সম্বন্ধে এই নিয়ম-নীতি পেশ করতঃ আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন:

والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا
لذنوبهم و من يغفر الذنوب الا الله - ولم يصروا على ما فعلوا
وهم يعلمون ٥ اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنت تجرى من تحتها
الانهار - خالدين فيها ونعم اجر العملين ٥ (سورة ال عمران ١٣٦)

"যাহারা কোন সময় খোদার আদেশের নাফরমানী করিয়া বসে অথবা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে কিন্তু পরক্ষণই তাহারা আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করে এবং নিজেদের সংশোধন করিয়া লয় এবং তাঁহার নিকট নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কে আছে যে পাপ সমূহ ক্ষমা করিতে পারে? এবং তাহারা নিজেদের পাপের উপর জমিয়া থাকে না জানিয়া বুঝিয়া যাহারা এই বিষয়টি সঠিক ভাবে উপলব্ধি করে তাহাদের জন্য এই প্রতিদান হইবে যে আল্লাহতায়ালা তাহাদের দুর্বলতা ও পাপ সমূহের উপর পর্দা ফেলিয়া দিবেন এবং বসবাসের জন্য এমন উদ্যান সমূহ দান করিবেন যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহর সমুহ প্রবাহিত থাকিবে, উহাতে তাহারা সদা বসবাস করবে। সাধনাকারীদের জন্য এই পুরস্কার কত সুন্দর পুরস্কার হইবে।"

লক্ষ্য করিয়া দেখ, কত সুন্দর আর কত উত্তম এই শিক্ষা। মানুষের জন্য নৈরাশ্যের সকল দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদিগকে নিশ্চয়তা দান করা হইয়াছে যে তাহারা সদা উন্নতির পথে ধাবমান থাকিতে পারিবে; প্রয়োজন হইল এই যে তাহারা যেন নিজেদের মধ্যে সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ: মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী।

হাদিস শরীফ

(পুর্ব প্রকাশিতের পর)

খিয়ানত, বিশ্বাস-ঘাতকতা

৫২০। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন : যে, আঁ-হযরত (সাঃ) এই দোয়া চাহিতেন :

'হে আমার আল্লাহ্, আমি তোমার আশ্রয় (পানাহ্) চাই ক্ষুধা হইতে, যাহার সহিত চাদর পাতা অর্থাৎ ভিক্ষা করা অতি মন্দ কাজ এবং এবং পানাহ্ চাহি 'খিয়ানত', বিশ্বাসঘাতকতা হইতে। কারণ, ইহা অন্তরকে বিনাস করে, ইহার অনুরাগ কুফলগ্রস্ত।'' (নিসায়ী, কিতাবুল ইস্তেয়াযাতে মিনাল-খিয়ানাহ্ ; ২ঃ৩১৩ পৃঃ)

৫২১। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আমর বিন্ আস্ রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন, যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : ''চারটা এরূপ লক্ষণ আছে, যাহার মধ্যে এগুলি থাকে, সে পাক্কা মুনাফিক। যাহার মধ্যে একটা থাকে, তাহার মধ্যে একটা স্বভাব কপটতার, যদি উহা সে পরিত্যাগ না করে। সেই চারটি বিষয় এই : 'যখন তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা হয় ব তাহার নিকট কোন কিছু গচ্ছিত রাখা হয় তখন সে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে না। যখন কথ বলে, মিথ্যা বলে। যখন কাহারো সহিত কোন অঙ্গীকার করে, উহা পালন করে না। কাহারও সহিত ঝগড়া বাঁধিলে গালগালাচ করে।

['মুসলিম ; 'কিতাবুল-ঈমান ; বাবু বয়ানু খিসালিল মুনাফিক ; ১ঃ৩৫পৃঃ]

৫২২। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : ''মুনাফিকের তিন নিদর্শন। যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। ওয়াদা করিলে, ওয়াদ ভঙ্গ করে। যখন তাহার প্রতি কোনো ভার আর্পিত হয়, তখন বিশ্বস্ততাহানি করে। ['মুসলিম ; ১ঃ৩৬, 'নিসায়ী ; ২ঃ৬৭ পৃঃ]

অমিতব্যয়, বৃথা ব্যয়।

৫২৩। হযরত ওয়ার্‌রাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি হযরত মুগিরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুর লিখক ছিলেন, তিনি বলেন যে, তাঁহাকে হযরত মুগিরাহ (রাযিঃ) হযরত আমীর মুয়াবিয়াহ (রাযিঃ)-র নিকট এক পত্র লিখাইয়াছিলেন :

'আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন কোনো মাবুদ, উপাস্য আরাধ্য নাই। তিনি এক, তাঁহার কোনো শরীক নাই। তিনি সব রাষ্ট্রের মালিক। তিনিই হামদ ও সানা এবং প্রশংসার যোগ্য। তিনি সর্ব শক্তিমান। হে আমাদের খোদা, তুমি যাহা আমাদিগকে দাও, কেহ তাহা রোধ করিতে পারে না এবং যাহা তুমি রোধ কর, তাহা কেহ দিতে পারে না। আর কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তিই তুমি ভিন্ন কোনো ক্ষমতা, কোনো সম্মান দিতে পারে না।''

হযরত মুগিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইহাও লিখাইয়া ছিলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিতণ্ডা-বিতর্ক, কুতর্ক, কলহ, অমিতব্যয়, অর্থোপচয় এবং প্রশ্নাধিক্য ও বার বার চাওয়া নিষেধ ফরমাইতেন। সেইরূপ মাতার অবাধ্যতা ; কন্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় কবরে প্রোথিত করা, হকদারের হক মারা এবং জুলুম দ্বারা কাহারো হক মারা এবং জুলুম দ্বারা কাহারও কোন জিনিস হস্তগত করা নিষেধ ফরমাইতেন।'' ('বুখারী ; 'কিতাবুল রিকাক, 'বাবু মা ইয়াকরুহু মিন্ কিলা ও কালা ; ২:০৫৮ পৃঃ)

লোভ ও কার্পন্য।

৫২৪। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ ''মানুষের কু-অভ্যাস সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ অভ্যাস সীমাতিরিক্ত অর্থকৃচ্ছ্রতা (কার্পণ্য) এবং লজ্জা জনক ভীরুতা। ('মসনদ আহমদ ২:৩২০ পৃঃ)

৫২৫। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইছেনঃ ''জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন হইতে বাঁচিবে। কারণ জুলুম বা অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিগ্রহ কিয়ামতের দিন অন্ধকার রাশিরূপে উপস্থিত হইবে। লোভ ও কৃপনতা হইতে বাঁচিবে। কারণ লোভ ও বখিলিই পূর্বেকার জাতিগুলিকে ধ্বংস করিয়াছে। ইহারা তাহাদিগকে রক্তপাত করিতে উদ্ধত করিয়াছিল এবং তাহাদের সম্মানিত বস্তু সমূহের বেহুরমতি করাইয়াছিল।'' ('মুসনদ আহমদ, ৩:৩২৩ পৃঃ)

৫২৬। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ ''জুলুম হইতে বাঁচ। কারণ, জুলুম কিয়ামতের দিন তিমির রূপে উপস্থিত হইবে। লজ্জাহীনতা ও বৃথা বাক্য হইতে বাঁচিবে। কারণ, আল্লাহ-তায়ালা তাহা অপছন্দ করেন। ব্যয়কুণ্ঠা (বখিলি) ও লোভ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ, এই দোষে পূর্বেকার মানুষ ধ্বংস হইয়াছে। এগুলির ফলে মানুষ দয়া-ধর্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা আপন সজনের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিল। ব্যয়কুণ্ঠ হইয়াছিল। বখিল হইয়াছিল। নির্লজ্জতার ফলে ফাসিক-ফাজির, মহাপাপী হইয়াছিল এবং খোদাতায়ালার সব আদেশ নিষেধ অমান্য করিয়াছিল।'' ('মসনদ আহমদ, ২:১৯৫ পৃঃ) (ক্রমশঃ)

(হাদিকাতুল সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার,

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর

অমৃত বাণী

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ফয়জ ও কল্যাণ প্রবহমানতার নিদর্শন দেখাইবার নযিরবিহীন ঐতিহাসিক আহবানের দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাবী সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবনের ইহাও এক বড় প্রমাণ যে, তাঁহার ফয়েজ ও কল্যাণ চির-প্রবহমান। যে ব্যক্তি এই যুগেও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যকার অনুসারী হয় সে নিশ্চিত কবর হইতে উত্থিত হয় এবং এক রুহানী জীবন তাহাকে দান করা হয়। ইহা শুধু কাল্পনিক ব্যাপার নয় বরং ইহার সহি ও বাস্তব চিহ্নাবলী প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় আশিষ ও বরকত এবং রুহুল-কুদুস (পবিত্রাত্মা)-এর অলৌকিক সাহায্যবলী তাহার সহিত সংযুক্ত হয় এবং সে সমগ্র বিশ্বের মানব সকলের মধ্যে এক অনন্য ও স্বতন্ত্র মানুষে পরিণত হয়, এমনকি খোদাতায়ালা তাহার সহিত কালাম করেন, আপন বিশিষ্ট রহস্যাবলী তাহার উপর প্রকাশিত করেন, আপন অকাট্য যুক্তি ও সূক্ষ্ম তত্বাবলী উন্মুক্ত করেন, আপন মহব্বত ও কৃপার উজ্জল লক্ষণাবলী তাহার মধ্যে উদ্ভাসিত করেন, আপন বিশেষ সাহায্যাবলী তাহার উপর অবতারিত করেন, আপন আশিস ও বরকত সমূহ তাহাতে রাখিয়া দেন এবং তাহাকে আপন রবুবিয়তের দর্পনে পরিণত করেন। তাহার মুখ দিয়া হিকমত ও প্রজ্ঞা নিঃসৃত হয় ও তাহার অন্তঃকরণ হইতে পবিত্র সূক্ষ্ম-তত্বাবলীর স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয় এবং গোপন রহস্যাবলী তাহার উপর উন্মোচিত করা হয়। খোদাতায়ালা এক অসাধারণ জ্যোতির্বিকাশের সহিত তাহার উপর প্রকাশিত হন এবং তাহার অতি নিকটবর্তী হইয়া যান। সে তাহার দোওয়াসমূহ কবুল হওয়ার ও তাহার নিষ্ঠা ও সত্যতার কবুলিয়তের ব্যাপারে এবং সূক্ষ্ম তত্বাবলী ও অদৃশ্য রহস্যাবলীর দুয়ার উদঘাটিত ও বরকাত নাযেল হওয়ার ক্ষেত্রে সকলের চাইতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় এবং সকলের উপর প্রবল হইয়া থাকে।

সুতরাং এই অধম খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আদিষ্ট হইয়া উল্লিখিত বিষয়াবলীর সম্বন্ধে, সকলের উপর পূর্ণ হুজ্জত কায়েম করার উদ্দেশ্যে কয়েক হাজার রেজিষ্টারীকৃত পত্র এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার ইসলাম বিরোধী নামকরা ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলাম, যাহাতে কাহারও যদি দাবী থাকে যে, এই রুহানী হায়াত বা ঐশ্বরিক জীবন হযরত খাতামাল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে অন্য

কোন উপায়েও লাভ করা যায় তাহা হইলে সে যেন এই অধমের মুকাবেলা করে। আর যদি মুকাবেলা না করে, তবে সত্যান্বেষী হিসাবে একতরফাভাবে বরকত, আয়াত ও নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে এই অধমের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু কেহই সততা, নিষ্ঠা ও সরল নিয়তের সহিত এদিকে মনোযোগী হয় নাই, তাহাদের প্রত্যেকেই নিজের অক্ষমতা বা বিমুখতার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সে অন্ধকারে পড়িয়া আছে।"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২২১,২২২)

"এখন আকাশের নিম্নে ধরাপৃষ্ঠে একমাত্র নবী ও একমাত্র কিতাবই বিদ্যমান অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যিনি সমগ্র নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সমগ্র রসুল অপেক্ষা পূর্ণ ও পরিণত, খাতামুল আম্বিয়া এবং মানবের সেরা, যাঁহার পয়রবী ও অনুবর্তীতায় খোদাতায়ালার মিলন ঘটে, তিমিরাচ্ছন্ন আবরণসমূহ অপসারিত হয় এবং ইহলোকেই সত্যিকার নাজাত বা পরিত্রাণের লক্ষণাবলী সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়। অতঃপর সেই কিতাব হইল কুরআন শরীফ, যাহা সত্য ও পূর্ণ হেদায়ত ও নির্দেশাবলীর আধার এবং সুফল দানে সক্রিয়, যদ্বারা সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ও ঐশী তত্ত্বাবলী হাসিল করা যায় এবং অন্তর ও আত্মা মানবীয় কলুষ ও পাপ-পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র ও পরিশ্রুত হইতে পারে। এবং মানুষ অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা, আলস্য ও অবজ্ঞা এবং সন্দেহ ও সংশয়ের কবল হইতে মুক্ত হইয়া হক্কুল-একীন তথা অভিজ্ঞতামূলক সাক্ষাৎ বিশ্বাসের উচ্চ মোকামে উপনীত হয়।

(বরাহীনে আহমদীয়া পৃ ৫৩৫-এর পাদটীকা)

"আমাদের 'সৈয়্যদ ও মৌলা জনাব মুকাদ্দস খাতামাল আম্বিয়া' সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম সম্পর্কে জগতে তাঁহার (সাঃ) আগমন প্রকৃতপক্ষে 'খোদাতায়ালারই আগমন ব আত্ম প্রকাশ স্বরূপ হইবে বলিয়া শুধু হযরত মসীহ (আঃ)-ই বর্ণনা করেন নাই, বরং এই ধরণের বাক্য অন্যান্য নবীগণও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নিজ নিজ ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং রূপকের ভাষায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবকে খোদাতায়ালার আবির্ভাব বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, বরং খোদাতায়ালার গুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশস্থল হওয়ার কারণে আঁ-হযরত (সাঃ-কে তাঁহারা খোদা বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং হযরত দাউদ (আঃ)-এর কিতাব যুবুর বা গীতসংহিতায় লিখিত আছে ঃ

"তুমি মনষ্য-সন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর, তোমার ওষ্ঠাধারে অনুগ্রহ সেচিত হয়; এই নিমিত্ত খোদা চিরকালের জন্য তোমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। (অর্থাৎ তুমি খাতামান-নবীয়ীন হিসাবে নিরূপিত হইয়াছ)। হে বীর, তোমার খড়্গ কটিদেশে বন্ধন কর, তোমার প্রভা ও প্রতাব [গ্রহণ কর]। আর স্বীয় প্রতাবে কৃতকার্য হও, বাহনে চড়িয়া যাও, সত্যের ও ধার্মিকতাযুক্ত নম্রতার পক্ষে, তাহাতে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে ভয়াবহ কার্য শিখাইবে। তোমার বাণ সকল তীক্ষ্ণ, জাতিরা তোমার নীচে পতিত হয়, রাজার শত্রুগণের হৃদয় বিদ্ধ হয়। হে খোদা তোমার সিংহাসন অনন্তকাল-স্থায়ী, তোমার

রাজদণ্ড সরলতার দণ্ড। তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ ; এই কারণে খোদা, তোমার খোদা তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে।" (গীতসংহিতা : ৪৫:২-৭)

এখন জানা উচিত যে, যবুরের (গীতসংহিতার) উক্ত উদ্ধৃতিটিতে "হে খোদা তোমার সিংহাসন অনন্তকাল-স্থায়ী, তোমার রাজদণ্ড সরলতার দণ্ড"—এই বাক্য শুধু রূপকের ভাষায় বলা হইয়াছে, যদ্বারা ইহাই বুঝানো হইয়াছে যে, রুহানী পর্যায়ে যে মোহাম্মদী শান উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া।

অতঃপর ইসা'ইয়া (যিশাইয়) নবীর কিতাবেও তদ্রূপই লিখা আছে। যেমন—

"ঐ দেখ, আমার দাস, আমি তাঁহাকে ধারণ করি ; তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাঁহাতে প্রীত, আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন করিলাম ; তিনি জাতিগণের কাছে ন্যায় বিচার উপস্থিত করিবেন চিৎকার করিবেন না, উচ্চ শব্দ করিবেন না, পথে আপন রব শুনাইবেন না। তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না ; সধূম সলিতা নির্বাণ করিবেন না ; সত্যে তিনি ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন। তিনি নিস্তেজ হইবেন না, নিরুৎ-সাহিত হইবেন না, যে পর্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেন ; আর উপকূল সমূহ তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে। ......সদা প্রভু (খোদা) বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন, যোদ্ধার ন্যায় উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন ; তিনি জয় ধ্বনি করিবেন, হাঁ মহানাদ করিবেন ; তিনি শত্রুদের বিপরীতে পরাক্রম দেখাইবেন।" (যিশাইয়, ৪২:১-১৩)

এখন জানা উচিত যে, উল্লেখিত উদ্ধৃতিটিতে "খোদা বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন"—এই বাক্যটিও রূপকভাবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহিমা পূর্ণ আবির্ভাবকেই বিবৃত করিতেছে। এমনি ধারায় আরও বহু নবীও এই রূপক শব্দগুলি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মানে প্রয়োগ করিয়াছেন।

(তৌযিহে মারাম, ১৭-১৯ পদটিকা)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ
মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি ॥
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য
খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ ॥ [ফারসী দুররে সমীন]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৪ঠা জুলাই ১৯৮০ইং ফ্রাঙ্কফোর্ট (পঃ জার্মানী) মসজিদুন-নূরে প্রদত্ত]

ইসলামের বিজয় আনবিক বোমার দ্বারা নই বরং জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই প্রকাশিত হইবে।

তালিমী (শিক্ষা) পরিকল্পনা, শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং গালাবায়ে-ইসলামের স্বর্গীয় অভিযানের সহিত গভীররূপে সম্পৃক্ত।

আমাকে জানান হইয়াছে যে তোমার খেলাফতকালে বিগত খেলাফত দ্বয় অপেক্ষা অধিকতর কুরআন প্রচারের কাজ সম্পন্ন হইবে।

ইউরোপের পর আফ্রিকা, আমেরিকা ও কানাডা যাওয়ার এরাদা আছে।

পশ্চিম আফ্রিকায় হাসপাতালের সংখ্যা এ পর্যন্ত পঁচিশে পৌঁছিয়াছে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ন এবং স্পেনিশ ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা প্রকাশিত হইবে।

জুমার খোৎবায় হুজুর আকদাস (আইঃ) যথাক্রমে ফজলে-ওমর ফাণ্ডেশন, নুসরত জাহান স্কীম ও শতবার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ডের অধীনে বর্ষণ মুখর অতুল ঐশীকৃপাসমূহ এবং গালাবায়ে ইসলামের পক্ষে প্রস্ফুটিত সুফলসমুহ উল্লেখ করার পর একই ধারায় জামাতের শিক্ষা ও জ্ঞানগত উন্নতিকল্পে মহান পরিকল্পনার গুরুত্বের উপর সবিস্তারে আলোকপাত করিয়া বলেন যে, শত বার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ডের পরিকল্পনাটিও এক নুতন আর্থিক জেহাদের মর্যাদা রাখে। ইহার ফলশ্রুতিতে ইসলাম প্রচারের কার্যকরী জেহাদ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করারই কথা ছিল। সুতরাং সেই আমলী জেহাদের একটি রূপ হইল ঐ মহান তালিমী পরিকল্পনা, যাহা জামাতের শিক্ষা ও জ্ঞানগত উন্নতি এবং গালাবায়ে ইসলামের লক্ষ্যে সফলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জারী করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার আসল ও বুনিয়াদী উদ্দেশ্য হইল এই যে, প্রত্যেক আহমদী যেন জ্ঞানালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া এবং নিজ নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কুরআন করীমের সৌন্দর্য হইতে সৌন্দর্য লইয়া এবং উহার আলোকে আলোকিত হইয়া ইসলামকে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করার স্বর্গীয় অভিযানে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কেননা ইসলামের প্রতিশ্রুত মহাবিজয় আনবিক বোমা ইত্যাদির সহিত জড়িত নয়, বরং জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই উহা সাধিত হইবে।

একই দিন সন্ধ্যায় হুজুর আকদাস (আইঃ) ফ্রেঙ্কফোর্টের আহ্‌মদীদের সহিত একত্রিত সাক্ষাৎকালে ভাষণ দিতে গিয়া বলেন যে, আপনারা দুনিয়া এবং উহার অস্থায়ী সৌন্দর্যের দিকে তাকাইবেন না বরং সর্বদা খোদাভিমুখী হইয়া থাকুন এবং তাঁহার উপর পূর্ণ তওক্কুল (ভরসা) স্থাপন পূর্বক নিজেদের জীবনকে কুরআনী আলোকমালা এবং উহার অনন্তকালস্থায়ী অতুল সৌন্দর্যের দর্পনে পরিণত করুন, যাহাতে মানুষ আপনাদের আমলী নমুনায় অনু প্রাণিত হইয়া ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া আসে, এবং এমনি ধারায় ইসলাম আপনাদের দ্বারা জগতে জয়যুক্ত হইতে থাকে।

হুজুরের খোৎবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

তাশাহুদ ও তায়াওউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর খোৎবার শুরুতে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলেন যে, বন্ধুরা জানেন যে, ২৫শে মার্চ তারিখে আমার কিডনি ইনফেকশনের আক্রমণ হইয়াছিল। এখন ডাক্তারগণ বলেন যে, শতকরা ৯০ ভাগ রোগ সারিয়া গিয়াছে। শুধু ১০ভাগ বাকী আছে। উহার জন্য এন্টিবায়োটিক ঔষধপত্র ব্যবহার করান হইতেছে। এসব ঔষধ ব্যবহারে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করিতেছি। সুতরাং, প্রথম কথা যাহা আমি বলিতে চাই তাহা এই যে বন্ধুগণ দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা আপন ফজলক্রমে আমাকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেন, যাহাতে আমি তাঁহারই তওফিক ও সামর্থ্য দানে আমার কর্তব্য সমূহ যথর্থরূপে পালন করিতে পারি।

সাম্প্রতিক সুদির্ঘ সফরের উদ্দেশ্য ঃ

হুজুর আরও বলেন যে, এই দুর্বল ও অসুস্থাবস্তায় আমি ইসলামের পবিত্রবাণীকে গৌরবান্বিত করার ও উহার প্রচারকে ত্বরান্তিক করার উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ সফর অবলম্বন করিয়াছি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর শেষে আফ্রিকা ও আমেরিকা এবং কানাডা যাওয়ার এরাদা রাখি। একে তো ইউরোপের মিশনগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেগুলিতে ক্রমশঃই প্রসারতার সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে। সেগুলির দিকে অধিকতর সময় ও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ বেশ কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী আহ্‌মদী এই সকল দেশে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। তাহাদের তরবিয়ত এবং অনৈস্লমিক পারিপার্শ্বিকতা হইতে তাহাদের হেফাজত জরুরী। সময়ের এক বিশেষ দাবী ও তাগিদ এই যে, পাশ্চাত্য ও অধার্মীকতার প্রভাব হইতে তাঁহাদের বাঁচাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে গালাবায়ে-ইসলামের আসমানী অভিযানে অধিকতর ও ভরপুর অংশ গ্রহণের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। এ সবই এরূপ বিষয় যাহা সময় ও মনোযোগ চায় এবং ইহার জন্য সফর ইখতিয়ার করা জরুরী।

খোদায়ী তদবীর ও উহার কার্যকারিতা ঃ

অতঃপর হুজুর আল্লাহতায়ালার একটি খাস তদবীরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ এখন আমি কতকগুলি জরুরী কথা বলিতে চাই, যেগুলির সম্পর্ক গালাবায়ে-ইসলামের শতাব্দীর সহিত জড়িত রহিয়াছে, যে শতাব্দী কয়েক বৎসর পরই আরম্ভ হইবে।

আমার খেলাফতের প্রারম্ভকাল হইতে আল্লাহতায়ালার এক খাস তদবীর আমি সক্রিয় দেখিতে পাই। উহা এই যে, যে তাহরীক বা পরিকল্পনাই আমার পক্ষ হইতে জারী করা হইয়াছে, গালাবায়ে-ইসলামের সহিত উহার সম্পর্ক জরুর থাকিবে।

ফজলে-উমর ফাওণ্ডেশন ঃ

সর্ব প্রথম আমার পক্ষ হইতে 'ফজলে-ওমর ফাওণ্ডেশন পরিকল্পনা' পেশ করা হইয়াছিল। জামাত উহাতে নিজেদের সাহস ও সামর্থ্য অনুযায়ী অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। উহার অধীনে কতক মৌলিক ধরনের কাজ সমাধা করা হয়। বস্তুতঃ ইহা ছিল সূচনা সেই সকল পরিকল্পনার যেগুলি খোদায়ী তদবীর অনুযায়ী গালাবায়ে-ইসলাম প্রসঙ্গে জারী করা হইয়াছে।

নুসরত জাহান স্কীম ঃ

১৯৭০ইং সনে 'নুসরত জাহান স্কীম' জারী করা হইল। উহার সম্পর্ক ছিল পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে স্কুল ও ক্লিনিক খোলার সহিত। আল্লাহতায়ালা এই প্রচেষ্টায় এত বরকত দান করিয়াছেন যে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই পরিকল্পনার অধীনে আপনারা ৫৩ লক্ষ টাকার কুরবানী পেশ করিয়াছিলেন। উক্ত অর্থের দ্বারা সেখানে স্কুল ও ক্লিনিক খোলা হয়। আল্লাহতায়ালা উহাতে এত বরকত দান করেন যে এখন সেই দেশগুলিতে নুসরত জাহানের চলতি বর্ষের বাজেট চার কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

তারপর এই স্কীমের অধীন অনেকে জানী (জীবন উৎসর্গের) কুরবানীর যে নমুনা পেশ করিয়াছেন তাহাও কোনক্রমে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের বহু ডাক্তার পশ্চিম আফ্রিকায় নতুন ক্লিনিক খোলার ও সেগুলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিন তিন বৎসরের জন্য নিজদিগকে ওক্ফ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি, 'আপনারা খেদমতের জন্য যাইতেছেন। যান, এবং সেখানে যাইয়া একটা কুঁড়ে ঘর দিয়াই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন এবং রুগীদের যথাসাধ্য খেদমত পালন করুন।' আমি প্রাথমিক পুঁজী হিসাবে তাঁহাদিগকে মাত্র পাঁচশত পাউণ্ড দিতাম। তাঁহারা এখলাসের সহিত কাজ শুরু করেন। গরীবদের নিকট হইতে একটি পয়সা না লইয়া তাহাদের সেবা করেন। ধনীরা সেখানকার প্রথা অনুযায়ী নিজেদের চিকিৎসা বাবদ খর্চা নিজেরা পরিশোধ করিয়াছেন। এখন সেখানে আমাদের এরূপ হাসপাতাল

সমূহও রহিয়াছে যেগুলিতে সকল প্রকার খরচ ধরার পরও বার্ষিক এক এক লক্ষ টাকা উদবৃত্ত রহিয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যেই সেখানে সোলটি হাসপাতাল খোলার তওফিক পাওয়া গিয়াছে। তারপর সেগুলির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং এখন মেডিক্যাল সেন্টারের সংখ্যা চব্বিশ কি পঁচিশে দাঁড়াইয়াছে। সেখানে মানুষ আমাদের পিছনে লাগিয়া থাকেন তাহাদের এলাকারও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য।

তেমনিভাবে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে পূর্বে এরূপ অবস্থা বিরাজ করিতেছিল যে, মুসলমানদের কোন একটি প্রাইমারী স্কুলও ছিল না। সমস্ত স্কুল খ্রীষ্টান মিশনগুলিরই হইয়া থাকিত। মুসলমান ছেলে-মেয়েরাও তাহাদেরই স্কুলগুলিতে পড়িতে বাধ্য ছিল। খ্রীষ্টানরা সরাসরী বাইবেলের শিক্ষা না দিয়া তাহাদের খ্রীষ্টান নাম রাখিয়া তাহাদের অব-চেতনে খ্রীষ্টান বানাইতেছিল। জামাত আহমদীয়াকে আল্লাহতায়ালা সেখানে প্রাইমারী, মিডল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলসমূহ খোলার তওফিক দান করেন। এইরূপে সেখানে মুসলমান ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। নুসরত জাহান পরিকল্পনার অধীনে সোলটি নতুন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলার ওয়াদা করা হইয়াছিল। খোদাতায়ালা সেখানে তদ-পেক্ষা অধিক সংখ্যায় স্কুল খোলার তওফিক দিয়াছেন। গালাবায়ে-ইসলামের অভিযানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মজবুত বুনিয়াদ সমূহের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আল্লাহতালালা নুসরতজাহান পরিকল্পনার অধীনে সেই সকল বুনিয়াদ সংগ্রহ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এখন সেখানে খোদাতায়ালার ফজলে আমাদের এই খেদমতের এতই প্রভাব যে, নাইজেরিয়াতে আমাদের জামাতের বার্ষিক জলসায় সে দেশের রাষ্ট্রপতি যাঁহার সম্পর্ক মুস্লিম অধ্যুষিত উত্তারাঞ্চলের সহিত রহিয়াছে তিনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি জামাতের খেদমতসমূহের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'আমি অন্যান্য সকল মুসলমান ফেরকাগুলিকে বলিতে চাই, তাঁহাদেরও সেইরূপে সেবাকার্য করা উচিত যেরূপ নাইজেরিয়েন আহমদীয়া জামাত করিতেছে।'

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনাঃ

ইহার পর হুজুর (আইঃ) শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী ফাণ্ড ও উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উহার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করিয়া বলেনঃ

তৃতীয় বৃহৎ পরিকল্পনা, যাহা জামাতের সামনে পেশ করা হয় তাহা হইল শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা। উহার অধীনে আপনারা দশ কোটি টাকা চাঁদা দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। ইহার সম্পর্ক গালাবায়ে-ইসলামের শতাব্দীর যথামর্যাদাপূর্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের সহিত জড়িত। এই প্রসঙ্গে হুজুর এশায়াতে কুরআনের বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, 'একদিন আমাকে ইহা জানান হইয়াছে যে, 'তোমার খেলাফতকালে বিগত দুই খেলাফতকাল অপেক্ষা অধিক এশায়াতে কুরআনের (কুরআন প্রকাশনা ও প্রসারের)

কাজ সাধিত হইবে।' সুতরাং এপর্যন্ত আমার সময়ে বিগত দুই খেলাফতকাল অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ কুরআন শরীফ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত কুরআন করীমের কয়েক লক্ষ কপি প্রকাশিত হইয়া বিতরণ করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) এশায়াতে-কুরআন প্রসঙ্গে খোদাতা'য়ালার ফজলে নব উদ্ভাবিত সুবিধা ও সুব্যবস্থাদির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পূর্বে ইউরোপের কোন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কুরআন করীম ছাপার এবং ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইত না কিন্তু খোদাতায়ালা এরূপ উপকরণ সৃষ্টি করেন যে, একটি অনেক বড় প্রকাশনা ফার্ম বহুল সংখ্যায় কুরআন করীম ছাপার ও বিক্রয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং দুই সপ্তাহের মধ্যে কুরআন করীমের বিশ হাজার কপি ছাপান ও বাঁধানর কাজ সম্পন্ন করিয়া আমাদের নিকট হস্তান্তর করিয়াছে। তার পর আমাদের নিকট হইতে আমেরিকার জামাত আহমদীয়া সমগ্র বিশ হাজার কপি ক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ মূল্য আমাদিগকে পরিশোধ করিয়া দিয়াছে।

অতঃপর হুজুর ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ন এবং স্পেনিশ ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা সমূহ প্রকাশের সুব্যবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলেন যে, খোদা চাহেন তো কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই সকল তরজমাও প্রকাশিত হইবে। এ ছাড়া 'দিবাচা তফসীরুল কুরআন' (An Introduction to the study of the Holy Quran) এর ফ্রেঞ্চ তরজমা ছাপার জন্য প্রেসে দেওয়া হইয়াছে এবং উহার প্রুফ রিডিং-এর কাজও চলিতেছে; উহার সর্বশেষ কপিগুলি পাওয়া গিয়াছে এবং ইনশাআল্লাহতায়ালা উহা অতিশীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

হুজুর বলেন, ইহা খোদাতায়ালার কাজ এবং তিনিই ইহা সম্পাদন ও বাস্তবায়নের উপকরণ সৃষ্টি করিতেছেন। প্রত্যেক আহমদীর উচিত সে যেন খোদাতায়ালার উপর পূর্ণ তওক্কুল (ভরসা) রাখে এবং তাঁহাকেই আপন কার্য-নির্বাহক বলিয়া জ্ঞান করে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) পূর্ণ তওক্কুলের অর্থ এই বলিয়াছেন যে, খোদা ছাড়া প্রতিটি জিনিষকে নিছক অবস্তু বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং পূর্ণ একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখিবে যে, যাহা কিছুই করিবেন, খোদাতায়ালাই করিবেন। তিনিই তোমাদের নগণ্য প্রচেষ্টাসমূহে বরকত দান করিবেন এবং সেগুলির উত্তম ও উৎকৃষ্টতম ফল উদ্ভীত করিয়া দেখাইবেন।

শিক্ষাগত উন্নতির মহান পরিকল্পনা ও উহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ

অতঃপর হুজুর এই প্রসঙ্গেই শিক্ষার উন্নতি কল্পে সম্প্রতি ঘোষণাকৃত মহান পরিকল্পনাটির উপর আলোকপাত করিয়া বলেন যে, শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার দ্বারা পূঁজী সংগৃহীত হওয়া নির্ধারিত ছিল। তারপর এই আর্থিক কুরআনীর ফলশ্রুতিতে ইসলাম প্রচারের কার্যকরী জেহাদ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করারই কথা ছিল। সুতরাং এই আমলী জেহাদের একটি রূপ হইল শিক্ষা ও জ্ঞানগত উন্নতির সেই মহান পরিকল্পনা, যাহা গালাবায়ে ইসলামের লক্ষ্যে সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে জারী করা হইয়াছে।

এই মহান পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিয়া হুজুর (আইঃ) বলেন যে, আল্লাহতায়ালার সিফাত বা গুণাবলীর জ্যোতির্বিকাশ সমূহ যেগুলি আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে, বিশ্ব-জগত জোড় প্রতিমূহুর্তেই প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে, সেগুলিকে তিনি 'আয়াত' বলিয়া নির্ধারণ করিয়া এবং সেগুলির উপর চিন্তা-ভাবনা ও গভেষণাকরী দিগকে اولوا الالباب— প্রজ্ঞবান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া জাগতিক জ্ঞানমালাকে রুহানী জ্ঞানমালারই ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন এবং উভয় প্রকারের জ্ঞানকে একটি অন্যটির সহায়ক হিসাবে সাব্যস্ত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য এই যে জামাতের ব্যক্তিবৃন্দ যেন জাগতিক জ্ঞান সমূহের দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া তাহাদের মধ্যে কুরআনী উলুম ও জ্ঞানতত্ত্বে বুৎপত্তি অর্জনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে। কেননা ইহা সুস্পষ্ট যে, একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মোকাবিলায় একজন মেট্রিক পাশ যুবক কুরআন করীমকে বুঝার এবং উহার উলুম ও জ্ঞানতত্ত্ব আহরণ করার অধিক যোগ্যতা রাখে। তেমনি ধারায় আই-এ, আই-এস-সি, বি-এ, বি-এস-সি, এবং এম-এ, এম-এস-সি পাশ ব্যক্তিদের মধ্যে কুরআন করীমকে বুঝার এবং উহার আলোকে আলোকিত হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং এই পরিকল্পনাটির আসল ও বুনিয়াদী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক আহমদী যেন জ্ঞানালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া এবং নিজ নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কুরআন করীমের সৌন্দর্য হইতে সৌন্দর্য লইয়া এবং উহার আলোকে আলোকিত হইয়া ইসলামকে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করার স্বর্গীয় অভিযানে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কেননা ইসলামের প্রতিশ্রুত মহাবিজয় আনবিক বোমা ইত্যাদির সহিত জড়িত নয়, বরং জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই উহা সাধিত হইবে।

পরিশেষে হুজুর আরও বলেন: তা'লিমী পরিকল্পনাটি শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ এবং গালাবায়ে ইসলামের আসমানী অভিযানের সহিত গভীরভাবে সম্পৃক্ত। প্রতিটি জ্ঞানের ভিত্তি কুরআন করীমে মওজুদ রহিয়াছে। এরূপ কোন পার্থিব জ্ঞান নাই, যাহা নীতিগত এবং মৌলিকভাবে কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয় নাই। সেজন্য পার্থিব জ্ঞান আহরণ কুরআন বিরুদ্ধ নয় বরং সম্পূর্ণ কুরআন সম্মত ব্যাপার। বরং কুরআন করীমকে উপলব্ধি করার এবং তদ্বারা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন লাভের নিমিত্ত ঐ সকল জ্ঞান শিক্ষা করাও জরুরী, এবং ইহাই উক্ত পরিকল্পনাটির প্রকৃত লক্ষ্য।

হুজুর এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে পাকিস্তানের (সেই সঙ্গে হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশ-এর —অনুবাদক) জামাত গুলিতে এই পরিকল্পনাটি পূর্ণরূপে জারী করার পর দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত জামাত গুলিতেও উহা প্রয়োগ করা হইবে।

হুজুর বলেন, দোওয়া করুন যেন জ্ঞানোন্নয়ন মূলক এই মহান পরিকল্পনাটি যাহা খোদাতায়ালার 'মারেফত' হাসিল করার এবং কুরআনী উলুমের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ উপলব্ধি করার লক্ষ্যে জারী করা হইয়াছে, তাহা যেন সর্বাঙ্গীনরূপে, সকল দিক দিয়া সফলকাম হয় এবং উহার উত্তম ও উৎকৃষ্ট ফল প্রকাশিত হয়। আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলকে এই কাজে আমার সহিত সহযোগিতা করার তওফিক দিন। (আমীন)

(দৈনিক আল-ফজল, ১৫ই জুলাই ১৯৮০ইং)

—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লার
বার্ষিক ইজতেমা
জরুরী সার্কুলার

মোহতারম জনাব আমীর সাহেব ও নায়েব সদর বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ-এর অনুমোদন ক্রমে ইহা অতীব আনন্দের সহিত ঘোষণা করা যাইতেছে যে, এই বৎসর দেশীয় মজলিশে আনসারুল্লাহের ৩ (তিন) দিবস ব্যাপী সালনা ইজতেমা ইনশাল্লাহ আগামী ১২, ১৩, ও ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ইং রোজ শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার ঢাকা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে। এই মহতী লিল্লাহী ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য আনসার ভ্রাতাদের এখন হইতে প্রস্তুতি নেওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে। ইজতেমার সংগে আনসারুল্লাহের দেশীয় শোরার অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাল্লাহ. যাহাতে প্রত্যেক মজলিশ/জামাতের নোমায়েন্দাদের অংশ গ্রহণ করা জরুরী। প্রতি দশজন আনসারের জন্য একজন করিয়া নোমায়েন্দার নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করিতে হইবে। বিস্তারিত কর্মসূচী যথা সময়ে ইনশাল্লাহ আপনার খেদমতে প্রেরণ করা হইবে।

এতদ্‌পলকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি আপানার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে:

১। হযরত খলিফাতুল মসীহ ছানি আল মোছলেহ মওউদ (রাঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক জামাতে যেখানে কমপক্ষে তিনজন আনসার আছেন, সেই জামাতে মজলিসে আনসারুল্লাহ কায়েম হওয়া জরুরী।

২। যে সমস্ত মজলিসের বাজেট এখনও তৈয়ার হয় নাই, উহা সত্বর তৈরী করিয়া অত্র অফিসে পাঠাইয়া বধিত করিবেন।

৩। বৎসরের প্রায় ৮ মাস চলিয়া যাইতেছে, অথচ এখন পর্য্যন্ত অনেক মজলিস হইতে কোন চাঁদা পাওয়া যায় নাই। অতএব সত্বর চাঁদা আদায় করতঃ অত্র অফিসে পাঠাইয়া ছওয়াবের ভাগী হইবেন।

৪। ইজতেমার চাঁদাও সত্বর আদায় করিয়া অত্র অফিসে প্রেরণ করতঃ ইজতেমার কার্যকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদানে অশেষ নেকীর উত্তরাধিকারী হইবেন। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যাইতেছে যে, ইজতেমার চাঁদার হার হইল মাসিক আয়ের শতকরা এক টাকা মাত্র।

৫। জামাতের প্রেসিডেন্টগণের এই ইজতেমায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। সর্বশেষ, ইজতেমার কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতাদের খেদমতে বিশেষ দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে। ওয়াস্‌ সালাম

খাকসার—

ওবায়দুর রহমান ভূঞা
নাজেমে আলা
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

বাইবেল-প্রতিশ্রুত নূতন নিয়ম—
পবিত্র কুরআন

ذ ا لك ا لكتا ب

"সেই পূর্ণ কেতাব" [সুরা বাকারাহ—১৮রুকু]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরম আশ্চার্যের কথা ঃ

যীশুর ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার কর্মধারা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ও কাহিনীগুলি এইরূপ পরস্পর বিরোধী ও সঙ্গতিহীন যে এগুলি শুনিলে অবিশ্বাস্য মনে হইবে।

যীশুর জন্মের পর তাঁহার বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবনকালের, এক কথায় তাঁহার গোটা ৩০ বৎসরের কোন বিবরণ নাই। অতঃপর হঠাৎ তিনি তাঁহার কর্মস্থলে অতুল কেরামতি সহ আবির্ভূত হন। মাত্র তিন বৎসর কার্যকালের পরেই রোমক শাসন-কর্তার সমক্ষে রাষ্ট্র বিদ্রোহিতার অপবাদে অভিযুক্ত হওয়ার পর তাঁহাকে উক্ত স্থানে এবং পরেও মহিমাহীন, কেরামতিহীন, একান্ত অসহায় দুর্বল ও সঙ্গীহীন দেখা যায় এবং সেই অবস্থায় দুই চোরের সহিত একত্রে ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যু বরণের কাহিনী আমাদিগকে শুনান হয়। ইহার তিনদিন পরেই কিন্তু অতি সংগোপনে মৃত্যু হইতে পুনঃরুত্থান এবং তাঁহার ভীত, সন্ত্রস্ত ও পলায়নপর ভাব এবং কাল বিলম্ব না করিয়া অঘোষিতভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে হঠাৎ সশরীরে স্বর্গারোহণ অতঃপর অনির্দিষ্ট কালান্তে স্বর্গ হইতে তাঁহার সশরীরে জগতে তথাকথিত পুনরাগমনের কাহিনী আরও চমকপ্রদ। বহু পুরাতন জরাজীর্ণ দেহ লইয়া তিনি একাকী প্রলয়কাণ্ড বাঁধাইয়া জগতবাসীর বিচার করিবেন ও পাপীদিগকে শাস্তি দিবেন। ইহার পর আর আশ্চার্য ও অসম্ভব বলিয়া কিছু থাকে কি? জন্মকাল ও সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনে যীশুর যে মহিমার প্রকাশ হয় ইহা তিনি আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর কেমন করিয়া হারাইয়া ফেলিলেন? আবার এত দুর্বলতা ও অসহায়তার সহিত সশরীরে স্বর্গারোহনের পর শেষ যুগে হঠাৎ মহাপরাক্রমের সহিত তিনি কিভাবে আবির্ভূত হইবেন? এই কথাগুলি চিন্তা করিলে যুক্তিমান মস্তিষ্ক হয়রাণ হইয়া যাওয়ার কথা!

নবীগণের আগমণ ও তাঁহাদের কার্য্যাবলী ঃ

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে যখন মানব জাতির মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক পথভ্রান্ত হইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে সত্য ও পুণ্যের পথে আনিতে এবং আল্লাহতায়ালার সহিত পুনঃসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিতে নবীগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা যাদু খেলা দেখাইতে বা মানবদেহে যান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটাইয়া মানুষের চোখে তাক্ লাগাইতে আসেন না। তাঁহারা আসেন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করিতে। তাহারা মানুষের অন্তর হইতে অপবিত্রতা দূর করিয়া সেখানে সত্য ও পুণ্যের জ্যোতি ও শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আসেন। দেহ

রোগাক্রান্ত হইলে যেমন, পুরাতন ম্যালেরিয়ার রোগীর দেহে উত্তাপ উঠে, কম্প দিয়া জ্বর আসে, পিপাসা লাগে, বমি করে, মুখ তিতা হয়, চক্ষু জ্বলে, প্লীহা বাড়ে, কোষ্ঠবদ্ধ হয় বা অজীর্ণ হয় লক্ষনগুলি বহু, কিন্তু ব্যধি মাত্র একটি ম্যালেরিয়া ; তেমনি মানবজাতি যখন খোদা-বিমুখ হইয়া সংসারসক্ত ও ধর্মহীন হইয়া পড়ে তখন তাহাদিগের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় অনুরূপ ভাবে তাহাদের যে আধ্যাত্মিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলি বিকার-গ্রস্ত বা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিকারের লক্ষণগুলি বিভিন্ন হইলেও ব্যাধি একটি যথা :— ধর্মহীনতা। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলি। যখন মানুষ ধর্মহীন হয় তখন তাহার মন ও দেহ সৎকর্মে সাড়া দেয় না। সে যুগ নবীর অকাট্য যুক্তিপূর্ণ আহ্বান শুনে, কিন্তু গ্রাহ্য করে না তাহারা নবী প্রদর্শিত নিদর্শন সমুহ প্রত্যক্ষ করে, চক্ষু দিয়া ধর্মগ্রন্থ ও অতীত জাতিগণের ইতিহাস পড়ে, যুগ নবীকে সচক্ষে দেখে কিন্তু তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করে না। এই অবস্থা নির্দেশ করে যে, তাহারা আধ্যাত্মিক বধিরত্ব ও অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে কতক লোক সত্যকে সম্যক বুঝিয়াও সমাজের চাপে সত্যকে স্বীকার করিতেও উহার সমর্থক করিতে পারে না। তাহারা নির্বাক থাকে। তাহারা আধ্যাত্মিক ভাবে মুকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্যায় পথে চলিয়া অনেকে সৎপথে চলার শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহারা খঞ্জত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্পদ লাভের পিপাসা কুষ্টের চুলকানির ন্যায়। কুষ্ঠের চুলকানী যেমন, যতই চুলকাইবে, ততই চুলকানী বাড়িয়া যাইবে এবং দেহকে ঘায়ে ভরাইবে তেমনি মানুষ যতই অধিকতর সম্পদ লাভের চেষ্টায় মাতিয়া উঠে। এই শ্রেণীর লোক আধ্যাত্মিক ভাবে কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ। অতঃপর ন্যায় ও সত্যের সম্বন্ধে তাহাদের মন অসাড় হইয়া যায়। সত্যের আহ্বানে তাহাদের মনে কোন প্রেরণা জাগে না। তখন তাহারা আধ্যাত্মিকভাবে পক্ষাঘাত গ্রস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ডের সহিত যাহার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় তাহাকে যেমন আমরা মৃত বলি, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের সকল উৎস আল্লাহতায়ালার সহিত যখন আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়, তখন আমরা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হইয়া পড়ি। ঐশী-গ্রন্থ সমুহে রূপকের ভাষায় এই অবস্থাগুলি বুঝাইতে বধির, অন্ধ, খঞ্জ, মুক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ পক্ষাঘাতগ্রস্থ মৃত বলা হইয়াছে। যুগনবীর মারফত যে ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়, উহার কল্যাণে মৃত ব্যাধিগ্রস্ত জাতি সুস্থ ও জীবিত হইয়া উঠে। [যিহুস্কেল ৩৭:১-১৪, মথি ৮:২১-২২, মথি ২৩:১৯ এবং পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারাহ্‌ ২৬০ আয়াত দ্রষ্টব্য]।

এইজন্য যীশু যে সকল অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়াছেন বলিয়া বলা হয়, সেগুলিকে মিলিতভাবে একটি মাত্র নিদর্শন বলা হইয়াছে (সুরা আল এমরান ৫০ আয়াত)। অর্থাৎ যীশু তাঁহার শিষ্যগণের ধর্মহীনতা আল্লাহর বাণী দ্বারা দুর করিয়াছিলেন খ্রীষ্টান ভ্রাতাগণ সবিশেষ অবগত আছেন যে, যীশু স্বয়ং রূপক ভাষা ছাড়া কথা বলিতেন না (মথি ১৩: ৩৪ ৩৫)। উপরোক্ত বিষয়াবলীর সুস্পষ্ট রূপকে বর্ণনা হওয়া সত্বেও খ্রীষ্টান ভাইগণ উহাদের সহজ ও সরল রূপক অর্থ প্রকাশ না করিয়া বাস্তবের আকারে প্রমাণহীন বিজ্ঞাপন দেন

কেন। প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্তিতে পড়িয়া বর্তমানে খ্রীষ্ট জগত এগুলিকে বাহ্যিক আকারে জন গনের সমক্ষে বর্ণনা করিতেছেন। ইহা চিরন্তন নিয়ম যে, যখনই মানব জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে অধঃপতিত হয়, তখন তাহারা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে জড় আকারে ফলাও করিয়া দেখে ও প্রচার করে। তখন সমাগত নবী সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতার শিক্ষা দিয়া তাঁহার জাতির চরিত্র সংশোধন করিয়া তাহাদের মধ্যে সৎ ও সাধু পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতার অভিষেক দিয়া থাকেন। তখন তাঁহার আধ্যাত্মিক স্পর্শে সুগঠিত জাতি উপরে বর্ণিত সকল ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া যেন মৃত অবস্থা হইতে নূতন জীবন লাভ করিয়া উঠে। নবী হিসাবে যীশুও এই গুণ ও শক্তিরই প্রকাশ দেখাইয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার মোট বারোজন শিষ্যের মধ্যে এই প্রকার পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন এবং মাত্র তাঁহাদিগকেই নূতন জীবন দান করেন। পরে আবার তাহাদের মধ্যে দুইজন যহুদা ও পিতর অপরিপক্ক সাব্যস্ত হয়েন। (মথি ২৬:১৪ ও ৪৯-৫১ এবং ৬৯-৭৪)

মোশির [মুসা (আঃ)] বিধান কি রহিত ও অভিশপ্ত হইয়াছে ?

সেন্ট পৌল বলিয়াছেন, "খ্রীষ্ট বিধানের শেষ। যে কেহ বিশ্বাসের অনুশীলন করে, সে পুণ্যবান হইবে। কারণ মোশি বলেন, 'যে ব্যক্তি বিধানমূলক ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে, সে তদ্বারা জীবিত থাকে" (রোমীয় ১০:৫)। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "যদি তোমরা আত্মা দ্বারা চালিত হও, তাহা হইলে তোমরা বিধানের অধীন নও (গালাতীয় ৫: ৮)। "কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই" (গালাতীয় ৫:২২-২৪)। "আর যাহারা খৃষ্ট যীশুর, তাহারা মাংসকে তাহার মতি ও অভিলাষ শুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে" (গালাতীয় ৫ : ১৮-২৪) । উপরে বর্ণিত শ্লোকগুলির মধ্যে রেখাঙ্কিত অংশগুলিকে ভিত্তি করিয়া খ্রীষ্টান ভাইগণ প্রচার করেন যে মোশির বিধান রহিত ও অভিশপ্ত হইয়াছে। অথচ উদ্ধৃতির বাকী অংশ পাঠ করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, বিধানকে মানিয়া চলার মধ্যে ধার্মিকতা ও জীবন রহিয়াছে। খ্রীষ্টানগণ এই অংশগুলি কি দিয়া বাদ দিবেন ?

নিয়মের মধ্যে দুইটি সংবাদ থাকে। একটি হইল পুণ্যাত্মাদের জন্য পুরস্কারের সুসংবাদ ও অপরটি হইল পাপীদের জন্য শাস্তির দুঃসংবাদ। অন্য কথায়, নিয়ম পুণ্যাত্মাগণের জন্য আশীষ এবং পাপীদের জন্য অভিশাপ। পুণ্যাত্মাগণ আইনের শাসনে আসে না, কিন্তু পাপীগণ ধৃত হয় এবং শাস্তি পায়। ইহাই গালাতীয় ৫:১৮ শ্লোকের অর্থ। যীশু মোশির নিয়মের শেষ নবী। তিনি জোরদার ভাষায় বলিয়াছেন যে, তিনি নিয়মকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছেন। (মথি ৫:১৭-২০)। বস্তুতঃ তিনি তৌরাতের শেষ প্রতিষ্ঠাকারী। তাঁহার পর আর কেহ তৌরাতের নিয়মকে চালু রাখিতে আসেন নাই।

একটি অখণ্ডনীয় প্রশ্ন ?

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠে যে নিয়ম অভিশপ্ত হইলে যদি ইহা পরিত্যাজ্য হয়, তাহা হইলে যীশু অভিশপ্ত হইয়া থাকিলে তিনি কেন পরিত্যাজ্য হইবেন না ? এই অখণ্ডনীয় অভিযোগ ও প্রশ্নকে এড়াইবার জন্য কি তাঁহার পুনরুত্থানের ও স্বর্গগমনের অভিনব কিস্‌সা রচনা করা হয় নাই ? দুনিয়ার এমন কোন সুস্থ মস্তিষ্ক শাসক নাই যে নিজ রাজ্যে আইন বাতিল করিয়া ফাঁকা শর্তে যথেচ্ছা কাজ করার অধিকার দিবে ? খোদা কি যীশুর পর মানবকুলকে বন্ধনহীন ছাড়িয়া দিয়াছেন ? পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, তিনি মানবজাতিকে বৃথা সৃষ্টি করেন নাই। বরং এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য হইল তাহার এবাদত করা, (সুরা আল মোমেনুন ১১৬ আয়াত ও সুরা আল জারিয়াহ ৫৭ আয়াত)। এবং তিনি তাহাদিগকে অব্যবস্থায় ছাড়িয়া দিবেন না। (সুরা কেয়ামাহ ৩৭ আয়াত) বস্তুত যীশুর পর আল্লাহতায়ালা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করিয়াছেন।

নতুন নিয়ম ও যীশু ঃ

যীশু বলিয়াছেন যে তিনি পুরাতন নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছিলেন (মথি ৫:১৭)। কিন্তু রোমীয় ১০:৪ শ্লোকের মধ্যে খ্রীষ্টই ব্যবস্থার পরিণাম'' অংশটুকুর উপর ভিত্তি করিয়া খৃষ্টান ভ্রাতাগণ বলেন, যীশু নূতন নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন।

আমরা কাহার কথা গ্রহণ করিব ? যীশুর অথবা প্রচারকগণের ? তাঁহারা নুতন নিয়ম পাইলেন কখন ? ক্রুশের ঘটনার পূর্বে যীশু কাহাকেও কোন নুতন নিয়ম দেন নাই এবং পরেও ইহার জন্য তিনি কোন অবসর পান নাই এবং ইহা তিনি করেনও নাই। তবে নুতন নিয়ম আসিল কোথা হইতে ? কেরামতি দেখানো যদি নুতন নিয়ম হইয়া থাকে, তাহাও তো খ্রীষ্টান ভাইরা দেখাইতে পারেন না। যীশু বলিয়াছেন, তিনি যাহা যাহা করেন উহা প্রত্যেক খৃষ্টান যে তাহার উপর বিশ্বাস রাখে করিতে পারিবে। (যোহন ১৪:১২)। কেরামতি দেখান না হয় অসম্ভব বলিয়া খৃষ্টান ভাইগণ ইহা পারেন না। কিন্তু যীশু একটা সহজ শিক্ষা দিয়াছিলেন যথা :— ''তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও। আর যে তোমার সহিত বিচারস্থানে বিবাদ করিয়া তোমরা আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দাও। তোমরা আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও'' (মথি ৫: ৩৯-৪১, ৪৪)। এই শিক্ষার মধ্যে বাহ্যত কিছুটা নুতনত্ব আছে এবং পালন করাও কঠিন নহে। খৃষ্টান জগতে কি এই শিক্ষা কখনো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ? এবং বর্তমানে অবস্থা কি ? আমরা তাহাদের ব্যবহারে দেখি যে, চড় ও চাপড় দুই অন্যের জন্য, এবং অন্যের অঙ্গরাখা

ও চোগা উভয়ই নিজেদের জন্য। খ্রীষ্টান জগত তাহাদের প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ নানা শ্রেণীর বোমা, বিষ্ফোরক, মারনাস্ত্র অহোরাত্রি নির্মাণ, পরীক্ষা, ব্যবহার, বিক্রয়, খয়রাৎ ও গুদামজাত করিতেছে। তাহারা এগুলি সব একযোগে বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করিয়া জগতে তাহাদের কল্পিত স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। যীশুর পুনরাগমনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় এখন খ্রীষ্টান জগত যীশুর পুনরাগমণ সম্বন্ধে হতাস হইয়া বাইবেলের বিশ্বব্যাপী প্রচারকে যীশুর দ্বিতীয় আগমন আখ্যা দিয়া তাহারা স্বয়ং এখন উপরে বর্ণিত প্রেমের নিদর্শনাবলীর সাহায্যে জগতে তাহাদের কল্পিত যীশুর স্বর্গরাজ্য কায়েম করিবে। তবে সে কল্পনা রূপায়িত হইলে জগতে যে রাজ্য কায়েম করিবে। তবে সে কল্পনা রূপায়িত হইলে জগতে যে রাজ্য কায়েম হইবে উহা স্বর্গরাজ্যের পরিবর্তে বিশ্ব শ্মশান রাজ্য হইবে। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এইরূপ রাজ্য হইতে রক্ষা করুন।

ইব্রাহিমী দুই ধারার আশিস এক বিশ্বধারায় মিলিত ঃ

হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর দুই স্ত্রী হাজেরা ও সারার গর্ভে যথাক্রমে হযরত ইসমাইল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম হয়। হযরত ইসমাইল (আঃ) পিতার বৃদ্ধ বয়সের প্রথম ও তখনকার একমাত্র পুত্র। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহতায়ালার নিকট স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার জন্য প্রাণঢালা প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহার জন্য দীর্ঘ জীবন ও বহু আশিষ চাহিলেন। তদনুযায়ী আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন ও উত্তর দেন, 'তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, দেখ আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার বংশবৃদ্ধি করিব, তাহা হইতে দ্বাদশ রাজ্য উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।'' (আদি পুস্তক ১৭ঃ২০) হযরত ইসহাক (আঃ) তাঁহার ইব্রাহিম (আঃ)-এর] দ্বিতীয় পুত্র। তিনি তাঁহার জন্যও আল্লাহতায়ালার নিকট আশিষ চাহেন, তদুত্তরে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে জানাইলেন, "তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইসহাক (হাস্য) রাখিবে, আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব, যাহা তাঁহার ভাবি বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী ? নিয়ম হইবে''। (আদি পুস্তক ১৭-১৯)।

ইসহাকের প্রতি তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আল্লাহতায়ালা বণি-ইসরাইল বংশে ধারাবাহিক ভাবে যীশু পর্যন্ত আধ্যাত্মিক কল্যাণবাহী বহু নবী আবির্ভাব করেন। কিন্তু বনি ইসরাইলের পাপাচার ও উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া দুই বনি-ইসরাইলী নবী তাহাদের উপর অভিশাপ দেন। [গীতসংহীত ৫ঃ৮-১০.] গীতসংহিতা ৫ঃ৮-১০ শ্লোকগুলিতে পাপাচারী বনি-ইসরাইলকে ডেভিড সরাসরি অভিশাপ দিয়াছেন। মথি ২১ঃ১৮-৯ ও মার্ক ১১ঃ১২-১৪ শ্লোকগুলিতে যীশু বনি ইসরাইলকে এক ফলহীন ডুমুর গাছের রূপকে অভিশাপ দিয়াছেন যেন চিরকাল উহাতে ফল না ধরে। লুক ১৩ঃ৬-৯ শ্লোকগুলিতে রূপকের ভাষায় একটি ফলহীন ডুমুর

গাছকে বনি ইসরাইলের প্রতীক বলা হইয়াছে। [Vide Commentary on the Gospel of St. Mark page 280-83 by William Barkly] বস্তুতঃ বনি ইসরাইলের নেতা আলেমগণ যাহাদিগকে ফরিসী ও সেডুইসীস বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনও যীশুকে মানে নাই। যীশুকে যে ১২ জন শিষ্য মানিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কয়েকজন যীশুর আত্মীয়, একজন চিকিৎসক, কতক ধোপা ও জেলে ছিলেন। সুতরাং বনি ইসরাইল ফলহীন হইয়া যায় এবং যীশুর আর এক ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ঈশ্বরের রাজ্য হারাইয়া ফেলে। ইহার ফলে যীশুর পর হযরত ইসহাকের (আঃ) উপর ইব্রাহিমী আশিসের ধারা নিঃশেষ হইয়া যায়। একদিকে দুই নবী যেমন তাহাদের জাতিকে অভিশাপ দেন, অপর দিকে তেমনই ইহুদীগণ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবার জন্য যীশুকে ক্রুশে দিয়া হত্যা করিয়া অভিশপ্ত করার ব্যবস্থা করে এবং জ্ঞানতঃ তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে মারিয়া অভিশপ্ত ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে এবং খ্রীষ্টানগণ নিজেদের তথাকথিত ওয়ারিশী পাপ মোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্তবাদের অভিনব মতবাদ গঠন করিয়া যীশু অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করে। এইভাবে দুই নবীর অভিশাপে এবং ইসরাইলী আশিসের শেষ জ্বলন্ত দীপশিখা যীশুর উপর ইহুদী ও খৃষ্টানগণের অভিশাপের প্রবল ফুৎকারে হযরত ইসহাকের বংশে প্রবহমান ইব্রাহিমী আশিসের ধারা চিরতরে নির্বাপিত হইয়াছে। যীশুর পর এই ধারা লুপ্ত হইয়াছে। যীশু বনি ইসরাইলকে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে যে জাতি তাহার ফল দিবে" [মথি ২১:৪৩] । এতদপ্রসঙ্গে রোমীয় ১০:৪ শ্লোকে লিখিত আছে, যীশু মোশীয় (মুসায়ী) নিয়মের শেষ" বাক্য সত্য হইল।

অতঃপর হযরত ইসমাইলের বংশে ইব্রাহিমী আশিস জারি ঃ

যখন মোশীয় নিয়মের সময়-সীমা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন হযরত ইব্রাহিমের প্রতি আল্লাহতায়ালা ইসমাইলের জন্য যে আশিস দিয়াছিলেন [আদিপুস্তক ১৭:২০] উহার ধারা তাঁহার বংশে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবে বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইল।

ইসরাইলী ও ইসমাইলী আশিসের মিলনস্থল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ঃ

একসময় বনি-ইসরাইলগণ মোশি (মূসা)-কে বলেন যে, তাহারা আল্লাহতায়ালাকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না। তখন আল্লাহতায়ালা হোরেব তথা তূর পাহাড়ে তাহাদিগকে দর্শন দানের জন্য আহ্বান করেন এবং সাক্ষাৎ দানের পূর্বে ঝড় ও বজ্রপাতের নিদর্শন দেখান। তখন বনি-ইসরাইল প্রাণভয়ে ভীত হইয়া জানায় যে, তাহারা আর খোদাতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে না বরং মোশি তাঁহার কথা শুনিয়া আসিয়া তাহাদিগকে শুনাইলেই চলিবে। ইহাতে আল্লাহতায়ালা বলেন যে, তাহারা ভাল বলিয়াছে; অতঃপর বনি-ইসরাইলের ভ্রাতৃবংশে অর্থাৎ হযরত ইসমাইলের বংশে মোশির সদৃশ এক নবীর উদ্ভব হইবে। যাহা আগাগোড় আল্লাহর কালাম। তাঁহাকে গ্রহণ করা ও মানা তাহাদের জন্য বাধ্যকর করা হইল। অন্যথায় তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী দেওয়া হইল। [দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:৬-২০] [সূরা বাকারাহ ৫৬ আয়াত] [ও প্রেরীত ৩:২২-২৩]

এই বিবরণ দ্বারা স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে, বনি-ইসরাইলগণ নিজেদের জবানবন্দিতে তাহাদের মধ্যে প্রবহমান ইব্রাহিমী আশিসকে বনি-ইসমাইল বংশে উদ্ভূত বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিশ্ব আশিস ধারায় সমর্পন করিয়াছে। যীশু বনি ইসরাইলগণকে বিশ্বনবী এবং তাঁহার দেওয়া নব নিয়মকে গ্রহন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। যথাঃ— "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি 'সত্যের আত্মা' (আল আমীন) যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ('আল হক' অর্থাৎ আল কোরআন))। কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন; এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।" [যোহন ১৬ঃ১২-১৩]।

ইব্রাহিমী আশিস প্রবহমান রাখার আরও এক ব্যবস্থা ছিল। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "যাহারা তোমাকে (ইব্রাহীম [আঃ]) আশীর্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব।" [আদিপুস্তক ১২ঃ৩] ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যে ইব্রাহিমের উপর আশিস প্রার্থনা করার কোন ব্যবস্থা নাই। অন্যদিকে যীশুর অভিশপ্ত হওয়ার বিশ্বাসকে কায়েম রাখা হইয়াছে। ফলে যীশুর পর বনি ইসরাইলের মধ্যে আধ্যাত্মিক আশিসের প্রবাহ জারি থাকার কোন পথ রহিল না। পক্ষান্তরে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহতায়ালার আদেশে নামাজের শেষাংশে দরুদ (আশিস) পাঠকে বাধ্যকর করিয়া ইব্রাহিমী আশিসকে উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে নিশ্চিত ও চিরস্থায়ী রূপে প্রবহমান করিয়া গিয়াছেন। দরুদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর যতপ্রকার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক আশিস বর্ষন হইয়াছিল, উহার সকলই এবং আরও বড় আকারে আশিসসমূহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার অনুগামীগণের উপর চাওয়া হয়। গত চোদ্দশত বৎসর ব্যাপী এই আশিস দৈনিক অসংখ্যবার উম্মতে মোহাম্মদীর কোটি কোটি কণ্ঠে আল্লাহতায়ালার নিকট নিবেদিত হইয়া নিত্য নিত্য ফল দেখাইয়া আসিতেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, আল্লাহতায়ালা কেবল বিশ্বাসীগণকেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ (আশিস) পাঠ করিতে বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহার ফেরেস্তাগণ এবং স্বয়ং আল্লাহতায়ালা নিজেও তাঁহার প্রিয় নবীর উপরে দরুদ বর্ষনে রত আছেন। [সুরা আহযাব ৫৭ আয়াত]

উপরে লিখিত আলোচনার মূলে :

১ বনি ইসরাইল ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে অভিশাপের ব্যবস্থা, ২। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর উপর আশিস পাঠের ব্যবস্থার অভাব, ৩। বনি ইসরাইলগণের দ্বারা নিজেদের জবানবন্দিতে ইসরাইলী আশিসকে বনি ইসরাইল হইতে ইসমাইল বংশে হস্তান্তর, ৪। ইসলামী নামাজে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার অনুগামীগণের উপর আশিস পাঠের পাকা ও অপূর্ব ব্যবস্থা, ৫। তদুপরি স্বয়ং আল্লাহতায়ালা এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণের তাঁহার উপর সদা আশিস বর্ষন, ইব্রাহিমী ও ইসমাইলী আশিস ধারাদ্বয়কে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে মিলাইয়া দিয়াছে এবং এতদ্বারা আদিপুস্তক ১৭ঃ১৯ শ্লোকে বনি ইসরাইলকে যে চিরস্থায়ী নিয়ম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল উহা কর্তিত হইয়া মোহাম্মদী আশীসে মিলিয়া চিরস্থায়ী ও বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

—মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ,
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫৩)

(৫) আর্য সমাজী পণ্ডিত লেখরাম সক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ:)-এর আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতা ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলের জন্য ইসলামের সত্যতার এরূপ একটি মহা-সক্ষ ছিল যেভাবে আমেরিকাবাসীদের জন্য আলেকজাণ্ডার ডুই সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং ইসলামের সত্যতা প্রাতিপন্ন হয়েছে। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'আর্য সমাজী' নামে একটি নতুন হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায়ের লেখকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় আক্রমনাত্মক লেখা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এইসব দুর্মুখ আর্য-পণ্ডিত এবং লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুঃসাহসী ছিল পণ্ডিত লেখরাম। হযরত মীর্যা সাহেব অনেকবার লিখিতভাবে এই আর্য সমাজী নেতা লেখরামের কাছে ইসলামের সত্যতা এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু পণ্ডিত লেখরামের কোন পরিবর্তন হলো না। পূর্ববৎ ইসলাম বিরোধী তৎপরতা এবং পরিকল্পনা চলতে থাকলো। সে কুরআন করীমের অংশবিশেষের অনুবাদ প্রকাশ করলো, পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবন এবং পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন সম্বন্ধে অত্যন্ত কলঙ্কিত চিত্র উপস্থাপন করলো।

হযরত মীর্যা সাহেবের সঙ্গে লেখরামের মত-বিরোধ বাড়তে থাকলো এবং এক পর্যায়ে লেখরাম নিদর্শন দেখানোর জন্য হৈচৈ শুরু করলো। হযরত মীর্যা সাহেব আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করলেন এবং দোওয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, লেখরামের দিন ঘনিয়ে আসছে। তিনি লেখরামকে তাঁর দোয়ার বিষয়ে জানালেন এবং একথাও বল্লেন যে লেখরামের আপত্তি থাকলে বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে না। কিন্তু লেখরাম জানালো যে, তার ভয়ের কোন কারণ নাই।

হযরত মীর্যা সাহেবের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী (অর্থাৎ 'লেখরামের দিন ঘনিয়ে আসছে') সাধারণভাবে বর্ণিত ছিল—অর্থাৎ ওতে কোন নির্ধারিত সময়-সীমা ছিল না। পণ্ডিত লেখরাম একটা সময়-সীমা দেওয়ার জন্য জিদ ধরলো। হযরত মীর্যা সাহেব আল্লাহতায়ালার কাছে দোওয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ সাল হতে অর্থাৎ এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্তির দিন থেকে পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে লেখরামের মারাত্মক পরিণতি

সংঘটিত হবে। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী একটি ইস্তাহার হিসেবে নিম্নোক্ত আরবী ইলহামসহ প্রকাশ করলেন : عجل جسد له خوار - له نصب و عذاب
("ইজলুন জছাদুল লাহু খোয়ার। লাহু নাসাবুন ওয়া আযাব।)
অর্থ :—"একটি দুর্দশা-গ্রস্ত দেহ সর্বস্ব গো-বৎস! তার জন্য দুঃখ ও শাস্তি রহিয়াছে।"

বস্তুতঃ হযরত সাহেব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে, লেখরাম যদি অসাধারণ কোন দুর্ঘটনা জনিত শাস্তি না পায় তাহ'লে তিনি খোদাতা'লার প্রত্যাদিষ্ট বান্দা নহেন। তিনি আরবীতে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করলেন যার অর্থ হলো :

"আমার রব আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি একটি ঈদের দিন দেখাবো এবং সেই দিনটি ঈদের সংলগ্ন হবে।"

তিনি আরও লিখলেন :

"খোদাতা'লা তাঁর অসীম করুণায় লেখরাম সম্পর্কে আমার দোয়াসমূহ কবুল করেছেন এবং আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে চরম পরিণতি লাভ করবে فی ست سنین ছয় বছরের মধ্যে।"

এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি তার 'বরকাতুদ দোয়া' নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে ঘোষণা করলেন :

"আজ ২রা এপ্রিল, ১৮৯৩ইং মোতাবেক ১৪ই রমজান ১৩১০হিঃ আমি নিজেকে একটি বৃহৎ কক্ষে কতিপয় বন্ধুসহ উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলাম। আমার সামনে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিসম্পন্ন এবং রক্তচক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখলাম……সে বললো : লেখরাম কোথায়? তারপর সেই ব্যক্তি আর একজনের নাম বললো—আপাতঃ দৃষ্টিতে লেখরামেরই কোন আত্মীয়ের ঠিকানা সম্বন্ধেও জানতে চাইল বলে মনে হলো।"

হযরত মীর্যা সাহেব এই ঘটনা সম্বন্ধে 'আনায়ে কামালাতে ইসলাম' নামক গ্রন্থে ফার্সী নযমের মাধ্যমে একস্থানে নিম্নোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেন :

"হে নির্বোধ দিশেহারা দুশমন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুতীক্ষ্ম তরবারীকে ভয় কর।"

সংক্ষেপে এটা ছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণী যার মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ের সংমিশ্রণ ছিল। লেখরাম কোন একটা মারাত্মক বিপদে পতিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণীতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত ছিল; আর এজন্য নির্ধারিত ছিল ছয় বছর সময়-সীমা; ঘটনার দিনটি হবে ঈদ সংলগ্ন এবং মৃত্যু ছিল অবধারিত; শরীর হবে ক্ষত বিক্ষত বিপর্যস্ত, সামিরী জাতির গো-বৎসের যেমন দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা হয়েছিল—সেরূপ অবস্থা হবে; সেই চরম পরিণতি ঘটবে এমন একজনের ছুরিকার মাধ্যমে যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং শত্রু নিধনে যার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারন করবে।

পাঁচটি বছর কেটে গেল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না লেখরামের জীবনে। সময়-সীমা শেষ হয়ে গেল না কি? এরপরও কি হযরত মীর্যা সাহেবের দাবী সত্য বলে পরিগণিত হবে? অনেকে এধরনের নানা সন্দেহ-সংশয়ের কথা বলতে লাগলো। রমযান মাস শেষ হতে চলেছে এবং পরবর্তী ঈদের দিনটি ছিল শুক্রবার। ঈদের পরদিন অর্থাৎ শনিবার একজন অজানা ব্যক্তি লেখরামের পেটে অত্যন্ত ধারালো ছোরা দ্বারা আঘাত

করে পেটের পাকস্থলীতে ছোরাটি 'ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া' নাড়িভূড়ি ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। পরে ডাক্তারগণও লেখরামের দেহ কর্তন করে। রোববার লেখরামের মর্মান্তিক মৃত্যু হলো। তার দেহ পোড়ানো হলো এবং দেহ ভস্ম নদীতে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। সামিরী জাতির গোবৎসের প্রতিও এরূপ ব্যবহার করা হয়েছিল। উভয়ক্ষেত্রে শনিবারেই দেহ ছিন্নভিন্ন করা হয়েছিল। এইভাবে পূর্বোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর সত্যকে সন্দেহাতীতরূপে প্রতিভাত করেছে।

আর্য সমাজীদের বর্ণনানুযায়ী ঘটনাটি সম্বন্ধে জানা গেল যে, লেখরামকে একজন মুসলমান হত্যাকারী লেখরামের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল এবং ঘটনার দিনে হিন্দুধর্মে তার দীক্ষা গ্রহণের কথা ছিল। হত্যাকাণ্ডের পরপরই লেখরামের গৃহ থেকে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। গৃহে লেখরামের মাতা এবং স্ত্রী ছিল। ঐ গৃহ হতে এবং সন্নিহিত জনাকীর্ণ রাস্তা হতে কিভাবে এবং কোথায় সেই হত্যাকারী নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তা কেউই জানতে পারলো না।

(৬) যুবরাজ দিলীপ সিং সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ

এই ভবিষ্যদ্বানীটি বিশেষ করে শিখদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ ছিল, যেভাবে ইতিপূর্বে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী দুটি যথাক্রমে খৃষ্টান এবং হিন্দুদের জন্য মহা নিদর্শন ছিল।

ইংরেজরা যখন পাঞ্জাব দখল করে নেয় তখন তারা রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্বিক কারণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, শিখ রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ দিলীপ সিংকে পাঞ্জাব থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে, এবং ইংরেজরা পাঞ্জাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুবরাজকে বিলেতেই অবস্থান করতে হবে। অল্পকালের মধ্যে দেখা গেল যে, রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং চারিদিকে নিরাপত্তা বিরাজ করছে। যুবরাজ স্বয়ং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সকলেই বলতে লাগলো যে, যুবরাজ শীঘ্রই স্বদেশে ফিরে আসছেন। কিন্তু এই সময় হযরত মীর্যা সাহেব উক্ত বিষয়ে অন্যরূপ ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করলেন। তিনি সেই ভবিষ্যদ্বাণী লিখে প্রকাশ করলেন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বলা হলো যে, প্রত্যাবর্তনকারী পাঞ্জাবের যুবরাজ বিপদে পড়তে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে ইংরেজরা যুবরাজ দিলীপ সিং-এর প্রত্যাবর্তনে রাজী হয়ে যায় এবং ফেরত যাত্রাও শুরু হয়। সবাই আশা করছিল যুবরাজের প্রত্যাবর্তনের জন্য এবং তারা ভবিষ্যদ্বাণীটি সম্বন্ধেও অবহিত ছিল। যুবরাজের প্রত্যাবর্তনের সংবাদে শিখরা আবার তৎপর হয়ে উঠতে লাগলো। হঠাৎ ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলো। পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুবরাজ দিলীপ সিংকে নিয়ে যে ষ্টীমার ইতিমধ্যে ভারত অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল তা এডেন পোতাশ্রয়ে এসে নঙ্গর করলো। দিলীপ সিংকে ঐ জাহাজ থেকে নেমে আসতে বলা হলো এবং অন্য আর একটি ইংল্যাণ্ড অভিমুখী ষ্টীমারে উঠতে বলা হলো। এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের ফলে পাঞ্জাবের শিখগণ খুবই মর্মাহত হলেন। খোদাতায়ালার কথা এমনিভাবে পরিপূর্ণ হলো।

(ক্রমশঃ)

[''দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক অনুবাদ] ঃ — মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

তালিমী পরীক্ষার ফল

(১) বিগত জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত তালিমী পরিক্ষায় নিম্নোক্ত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ পাশ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষার পাশ নম্বর ৪০% ধরা হইয়াছে।

(২) উক্ত পরীক্ষায় নিম্নোক্ত দুইটি গ্রুপে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিচে প্রকাশ করা হইল :—

প্রথম গ্রুপ ঃ আতফাল ও নাসেরাত

প্রথম স্থান— মোঃ মামুন-অর-রশীদ (নাসেরাবাদ) এবং
মোসলেহ উদ্দীন আহমদ (জামালপুর)।

দ্বিতীয় স্থান— আবুল হোসেন ভুঁঞা (তালুকপাড়া, কুমিল্লা) ও
নূরুন্নাহার বেগম রুনু (শ্যামপুর)।

দ্বিতীয় গ্রুপ ঃ লাজনা, আনসার ও খোদ্দাম

প্রথম স্থান— মিসেস মাহমুদা ফারুক (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) এবং
ফরিদ আহমদ (সুলতানপুর)।

দ্বিতীয় স্থান— মোঃ দস্তর উল্লাহ (জামালপুর)।

(৩) পরীক্ষার অংশগ্রহণকারী জামাতসমূহের যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী পাশ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ ঃ

তালুকপাড়া (কুমিল্লা) :

আতফাল ও নাসেরাত :—১। আবুল হোসেন ভুঁঞা (৬৫), ২। মোহাম্মদ নাসিরুল হক (৬০) ৩। রাহেনারা বেগম (৫৮), ৪। নাজমা আখতার (৫৮), ৫। আবুল হাসেম ভুঁঞা (৫৪)।

জামালপুর :

খোদ্দাম :—১। মোঃ দস্তর উল্লাহ (৭৯), আতফাল :—২। মোসলেহ উদ্দীন আহমদ (৮১)।

শ্যামপুর (রংপুর) ঃ

আতফাল ও নাসেরাত :—১। নুরুন্নাহার বেগম রুনু (৬৫, ২। গুলশানারা বেগম (৫০), ৩। মুলিহা বেগম চামেলী (৫৭), ৪। শাহীনা বেগম (৫৬), ৫। মোঃ নাজমুল হক (৫৫), ৬। মোঃ মাহফুজুর রহমান (৫৯), ৭। সেলিম আহমদ (৫০), ৮। আসাদ মাহমুদ মানিক (৫৭)।

ঢাকা ঃ

খোদ্দাম :—১। মোশাররফ হোসেন (৫২), ২। আফজাল হোসেন (৪৫), ৩। জিল্লুর রহমান (৪০), আতফাল :—৪। মাহমুদ আহমদ (৪৬), ৫। আহমদ ওবায়দুস সাত্তার (৫২) ৬। মোঃ ইব্রাহিম খলিল ভুঁইয়া (৪০), ৭। আহমদ ওবায়দুস সামী (৬৩)।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া :

আতফাল ও নাসেরাত :— ১। জাকিয়া সুলতানা (৪৭), ২। সাবেকুন্নাহার (৪৫), ৩। শাহনাজ আখতার (৫২), ৪। রৌশন আরা বেগম (৫১), ৫। জাফর আহমদ (৪০), ৬। মোঃ নুরুল হুদা (৫৬), ৭। মাহবুবুর রশিদ (৫১), ৮। জাহাঙ্গীর হোসেন (৪১), ৯। মজিদ আহমদ (৫৬)। লাজনা এমাউল্লাহ :—১০। মিসেস মাহমুদা ফারুক (৮৬), ১১। মিসেস করিমাতুন্নেসা (৭৪)

সুলতানপুর (ঢাকা) :

খোদ্দাম :— ১। ফরিদ আহমদ (৮৬)।

নাসেরাবাদ (কুষ্টিয়া) :

আতফাল :— ১। এনাম আহমদ (৪৪), ২। মিজানুর রহমান (৫০), ৩। মোঃ মমিনুর রহমান (৬৩), ৪। মোঃ মামুন-অর-রশীদ (৮১), আনসার ও খোদ্দাম :— ৫। মোঃ শওকত আলী (৭৪) ৬। মোঃ আবদুস সাদেক (৭০), ৭। মোঃ মুজিবর রহমান (৭২), ৮। মোঃ মিজানুর রহমান (৬৯) ৯। মোঃ হায়াত আলী (৪৭), ১০। মোঃ হারেসুদ্দীন (৬০)।

বিঃ দ্রঃ— কয়েকদিনের মধ্যে পরবর্তী তালিমী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠানো হইতেছে। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সুবিধামত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী (তালীম)-কে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

মোঃ খলিলুর রহমান
সেক্রেটারী (তা'লিম)
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা

জরুরী সার্কুলার

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, মোহতরম জনাব সদর সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা আগামী ২৬, ২৭, ও ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ ইং রোজ শুক্রবার (বাদ জুম'আ), শনিবার ও রবিবার ঢাকা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ।

আসন্ন ইজতেমায় বাংলাদেশের সকল মজলিস হইতে যাহাতে বেশী বেশী খোদ্দাম ও আতফাল যোগদান করেন তার জন্য মজলিসের কায়েদ সাহেবান এখন হইতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে যত্নবান হইবেন।

ইজতেমার সর্বাংগীন কামিয়াবীর জন্য সকলের দোওয়া কামনা করি। খাকছার—

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ
চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি

সংবাদ ঃ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের ঈমানবর্ধক সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর-২)

জিউরিচ ও হেমবুর্গ সাংবাদিক সম্মেলন ও সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ, সাক্ষাৎকার এবং আরও বিবিধ দ্বীণি কর্ম তৎপরতা ঃ

১৬ই জুলাই ১৯৮০ইং হুজুর (আইঃ) সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জিউরিচ নগরীর অন্যতম বৃহৎ হোটেল 'জিউরিচ হোটেলে' আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদান করেন। কনফরান্সে শহরের বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ যোগদান করেন। পরবর্তী দিন পত্র-পত্রিকায় হুজুরের উক্ত ভাষণ ও বিভিন্ন প্রশ্নের বিশদ উত্তর সমূহ ফলাও করিয়া প্রকাশিত হয়। জিউরিচ বেতারেও উক্ত প্রেস কনফারেন্সের বিবরণও হুজুরের ইরশাদাবলী প্রচারিত হয়।

জিউরিচে হুজুর (আইঃ) যে সকল গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কর্মতৎপরতায় নিয়োজিত থাকেন তন্মধ্যে ইহাও যে, ১৩ই জুলাই তারিখের সকাল বেলায় তিনি সেখানকার এবং আশে-পাশের জামাত সমূহের সদস্যবৃন্দকে সাক্ষাৎদান করেন এবং একই দিন বিকালবেলায় স্থানীয় জামাতের পক্ষ হইতে তাঁহার সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা-সভায় যোগদান করেন। এই সম্মেলনে স্থানীয় আহমদীগণ ছাড়া আল্বানিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও তুরস্কের আহমদীগণও শামিল হন। মেহমানদের সহিত হুজুর অনেকক্ষণ অত্যন্ত হৃদ্যতার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে থাকেন। ১৮ই জুলাই তারিখে হুজুর একটি ভোজ-সভায় যোগদান করেন। উহাতে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শামিল ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ফিলিপাইনের কন্সলারও ছিলেন। তিনি হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

উল্লেখ্য যে, হুজুর ১২ই জুলাই তারিখে ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে মোটরকার যোগে জিউরিচ পৌঁছিয়াছেন, এবং ১৬ই জুলাই তারিখে ফ্রাঙ্কফোর্ট ফিরিয়া যান। ১৮ই জুলাই তারিখে হুজুর ফ্রাঙ্কফোর্টে জুমার নামাজ পড়ান এবং খোৎবা প্রদান করেন। ১৯ই জুলাই হেমবুর্গ গমন করেন। ২০শে জুলাই হেমবুর্গ জামাত এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের আহমদীদিগকে সাক্ষাৎদান করেন এবং প্রায় ২ঘন্টা ব্যাপী তাহাদের সহিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

২১শে জুলাই হুজুর হেমবুর্গের 'হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে' আয়োজিত এক অতি সাফল্যপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদান করেন। হুজুরের মন্তব্য ও ইরশাদাবলী পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচার-সূত্রের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

কোপেনহ্যাগনে হুজুরের দ্বীনি কর্মতৎপরতা ঃ

২২শে জুলাই হুজুর (আইঃ) ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহ্যাগন মঙ্গলমত পৌঁছান। পরবর্তী দিন তিনি ডেনিশ আহ্‌মদীগণ এবং স্থানী অমুসলিম মেহমানদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং দুই ঘন্টা ব্যাপী ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। অনেকের বিভিন্ন প্রশ্নের বিশদ উত্তর দান করেন। ২৪শে জুলাই ডেনমার্কে বসবাসরত পাকিস্তানী আহমদীদের এক বিশেষ সমাবেশে (তখন ডেনিশ আহমদীগণও তাহাদের সহিত শামিল ছিলেন) হুজুর ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করিয়া ভাষণদান করেন। ২৫শে জুলাই কোপেনহ্যাগনে অবস্থিত 'নুসরত জাহান মসজিদে' জুমার নামাজ পড়ান এবং খোৎবা প্রদান করেন। হুজুর উক্ত খোৎবা ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় প্রদান করেন, এবং কুরআনী আয়াতের আলোকে ইসলামী সমাজে নারীর উচ্চ মর্যাদা বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। তেমনিভাবে মানবিক সাম্য সম্বন্ধে কুরআনী নীতি ও শিক্ষাসমূহ উল্লেখ করেন। হুজুর জামাতের বন্ধুগণকে ব্যক্তিজীবনে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ও উত্তম আমলী নমুনার দ্বারা এবং প্রেম ও ভালবাসাকে কাজে লাগাইয়া ইসলামী শিক্ষা অমুসলিমদের নিকট সক্রিয়রূপে পৌঁছাইবার জন্য তাকিদ করেন। জুমার নামাজের পর হুজুর ডেনীশ আহমদীগণের সহিত পুনরায় মিলিত হন এবং দুই ঘন্টা ব্যাপী তাহাদের সহিত অতি প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করেন। ডেনমার্কের ঐ সদাত্মাদিগকে তাহাদের প্রিয় ইমামের সহিত সাক্ষাৎ লাভে অতীব আনন্দিত ও পরিতুষ্ট বলিয়া দেখা যাইতেছিল। ২৭শে জুলাই রবিবার ৫ ঘন্টা ব্যাপী জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ২৮শে জুলাই কোপেন হ্যাগেন হইতে গোটেনবার্গ গমন করেন। ২৯শে জুলাই সন্ধ্যায় গোটেনবার্গ মিশনের পক্ষ হইতে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে পাকিস্তানী, ডেনিশ, যোগোশ্লাভিয়েন, তুরস্কীয় ও আরব আহমদীগণ শামিল হন। এতদ্বারা বিভিন্ন দেশের আহমদীগণ তাহাদের মহান ইমামের সহিত সাক্ষাৎ এবং ভাব-বিনিময়ের স্বর্ণ সুযোগ লাভ করেন। উল্লেখ্য-যে, ৩১শে জুলাই গোটেনবার্গের ডিপটি মেয়র হযরত সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। একই দিন হুজুর স্থানীয় জামাতের পরিবারবর্গ সহ সকলের সহিত মুলাকাত করেন। তারপর সেই দিনই হুজুর নরওয়ের রাজধানী ওস্লো রওয়ানা হন।

নরওয়ে মিশন ও মসজিদের জাঁকজমকপূর্ণ ঐতিহাসিক উদ্বোধন

ফ্রান্স, গণচীন, অষ্ট্রিয়া, বাংলাদেশ ও তুরস্কের কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের যোগদান। সমগ্র ইউরোপ হইতে আহমদীগণের সমাগম। জুমার খোৎবার মাধ্যমে মিশন-হাউস এবং মসজিদের নিয়মিত উদ্বোধন।

আল্লাহতায়ালার বিশেষ ফজল ও করমে ১লা আগষ্ট রোজ শুক্রবার রাজধানী নরওয়ের অস্লোতে জামাত আহমদীয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র ও মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ, সুম্মা আল-হামদুলিল্লাহ।

মিশন-হাউস ও মসজিদের পবিত্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সংবাদ, পত্র-পত্রিকা ও রেডিওর মাধ্যমে সারা দেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং টেলিভিশনেও অনুষ্ঠানটি দেখান হয়।

১লা আগষ্ট জুমার পূর্বে ও পরে মিশন-হাউসে (যাহা জামাত আহমদীয়া সম্প্রতি ক্রয় করিয়াছে) অতি সফল্যজনকভাবে সুদীর্ঘ সময় স্থায়ী সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর জুমার নামাজের পবিত্র এবাদতের মাধ্যমে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র ও মসজিদের আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। জুমার খোৎবা ইংরেজী ভাষায় প্রদান করেন, এবং এই পবিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিতবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, মসজিদ আল্লাহতায়ালার গৃহ এবং ইহা সেই সকল লোকের জন্য অবারিত, যাহারা এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার এবাদত করিতে চায়। অতঃপর হুজুর কুরআনী আয়াতের আলোকে আল্লাহ-তায়ালার মহাকল্যাণময় সত্তা সম্বন্ধে বিশদ আলোকপাত করেন এবং বলেন যে, এই সেই মহান সত্তা, যাঁহার এবাদত আমরা করিয়া থাকি এবং এই এবাদত আমরা তাঁহারই ফজল ও কৃপার ফলশ্রুতিতে করিতে সমর্থ হই। খোৎবার শেষে হুজুর (আইঃ) কুরআন শরীফ হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সেই সকল দোওয়া পাঠ করেন, যেগুলি তিনি (হযরত ইব্রাহীম 'বয়তুল্লাহ শরীফের' উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে সমগ্র ইউরোপ হইতে আহমদী মুসলমানগণ সমবেত হন। অন্যান্য ফেরকার বহু মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নী যাঁহারা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন, তাহারাও উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বহু অমুসলিম গণ্যমান্য ও সাধারণ ব্যক্তিরাও ইহাতে শামিল হন।

যোগদানকারী বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্স, গণচীন, অষ্ট্রীয়া, তুরস্ক এবং বাংলা-দেশের কণ্সলারগণ, পার্শবর্তী চার্চসমূহের প্রতিনিধিবর্গ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বে ও পরে হুজুর (আইঃ) ৪০ মিনিট ব্যাপী সাংবাদিক প্রতিনিধিগনের সহিত অতি ঘনিষ্ট ও হৃদ্যতাপুর্ণ পরিবেশে খোলামেলাভাবে প্রাণবন্ত আলাপ-আলোচনা করেন। জুমার নামাজ আদায়ের পর হুজুর (আইঃ) 'লেওয়া-এ-আহমদীয়াত' (আহমদীয়া জামাতের নির্দিষ্ট পতাকা) উত্তোলন করেন।

উল্লেখ্য যে, ৩১শে জুলাই হুজুর (আইঃ) কাফিলা সহ ওস্লোতে আগমন করিয়াছিলেন। তখন জামাতের সদস্যগণ মিশন-হাউজে সমবেত হইয়া হুজুরকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং মিশন-হাউজে পৌছার পরে পরেই হুজুর মসজিদে নফল নামাজ পড়েন।

হ্যাগে প্রেস কনফারেন্স এবং লণ্ডন যাত্রা ঃ

৩রা আগষ্ট হুজুর (আইঃ) নরওয়ে এবং ওস্লোর জামাতের বন্ধুদের সাক্ষাৎ দান করেন এবং ২ঘণ্টা ব্যাপী তাহাদের মধ্যে ভাষণ দেন।

হুজুর (আইঃ) ওস্লো হইতে হল্যাণ্ডের রাজধানী হ্যাগ পৌঁছান এবং ৫ই আগষ্ট সকাল বেলায় এক জনাকীর্ণ সফল সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং ইসলাম ও জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কিত বিবিধ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। উক্ত প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠানের পূর্বে হল্যাণ্ডের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী (সংসদীয় সচিব) তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং সংসদ-ভবন পরিদর্শন করান। ৭ই আগষ্ট হুজুর হল্যাণ্ড জামাতের বন্ধুদের সহিত সাক্ষাতে মিলিত হইয়া ২ঘণ্টা ব্যাপী তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন, এবং একই দিন (বৃহাস্পতিবার) ৯ ঘটিকায় হল্যাণ্ড হইতে লণ্ডন পৌঁছেন। ৮ই আগষ্ট হুজুর মসজিদে ফজল লণ্ডনে জুমার নামাজ পড়ান এবং খোৎবা প্রদান করেন।

হুজুরের স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে এখন অপেক্ষাকৃত ভাল। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ বিশেষ তয়াজ্জো ও নিয়মিত ভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন, যেন আল্লাহতায়ালা হুজুরকে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করেন, সর্বক্ষণ তাঁহাকে নিজ হেফাজতে সালামতির সাহিত রাখেন, সদা তাঁহার উপর বিশেষ সাহায্যাবলী অবতীর্ণ করে বহির্বিশ্বে তাঁহার এই লিল্লাহী সফরকে ইসলাম এবং বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণকর ও বরকতময় করেন। আমীন।

(দৈনিক আল-ফজল ২১শে জুলাই—১১ই আগষ্ট ১৯৮০ইং-এর সংখ্যা সমূহ হইতে সংকলিত ও অনূদিত)

—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

শুভ বিবাহ

তাল্লুকপাড়া (জিলা কুমিল্লা) নিবাসী জনাব মোঃ আলী আকবর ভূঁইয়া সাহেবের কন্যা মোসাঃ রেহেনা বেগমের সহিত শাহ্‌বাজপুর (জিলা কুমিল্লা) নিবাসী মরহুম আব্দুস সামাদ সাহেবের পুত্র জনাব আবুল খায়ের সাহেবের শুভ বিবাহ ২২শে আগষ্ট ১৯৮০ রোজ শুক্রবার বাদ নামাজ জুমা ১২০০০/- বার হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব বিবাহ পড়ান এবং মোহতারম আমীর সাহেব ইজতেমায়ী দোওয়া করান। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীনরূপে বাবরকত হওয়ার জন্য দোওয়া করিবেন।

ভুল সংশোধন

পাক্ষিক আহমদীর ১৫ই জুলাই ১৯৮০ সংখ্যার ২১ পৃষ্ঠায় ২১তম লাইনে মুদ্রণের ভুল বশতঃ 'পদার্থ বিজ্ঞানে ইতিহাসের সর্ব প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী' ছাপা হইয়াছে। ইহাতে 'সর্ব প্রথম' শব্দগুলির পর 'মুসলিম' শব্দ বসিবে। তেমনি ভাবে উক্ত সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠার ৫ম লাইনটি হইবে নিম্নরূপ ঃ 'খোদাতায়ালা এবং ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাসী একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে।'

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুল্লেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম **তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)।** আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না ল'নাতাল্লাহে আ'লাল কাযেবীনাল মুফতারিয়ীন

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor